ব্যস্ততার এ যুগে ইলম অন্বেষণ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

প্রকাশকের কথা...

ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে অনেকে দ্বীনি কাজ থেকে দূরে থাকে। বিশেষ করে, ইলম অন্বেষণের বেলায় এ বাহানা বেশি শোনা যায়। আসলে দুনিয়ার এ সকল ব্যস্ততা কি ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রতিবন্ধক? প্রতিদিন তো কত সময় আমাদের অবসরে কাটে। এ সময়ে কি ইলম শেখা যায় না? অবশ্যই শেখা যায়, যদি আমরা একটু সচেতন ও আগ্রহী হই। দুনিয়ার ব্যস্ততার মধ্যেও ইলম অর্জনে সময় ব্যয় করেছেন—এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফে সালেহিনের জীবনে। ব্যস্ততার মধ্যেও কীভাবে ইলম শেখা যায়—এর সহজ পথ-পদ্ধতি উঠে এসেছে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদের طلب العلم في زمن الانشغالات নামক বইটিতে, যা আমরা প্রকাশ করেছি 'ব্যস্ততার এ যুগে ইলম অন্বেষণ' নামে। বইটি পাঠকের জন্য যথেষ্ট উপকারী হবে, ইন শা আল্লাহ।

- রফিকুল ইসলাম

ব্যস্ততার এ যুগে ইলম অন্বেষণ

বই	ব্যস্ততার এ যুগে ইলম অন্বেষণ
মূল	শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদ	আব্দুল্লাহ ইউসুফ
সম্পাদনা	মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	রফিকুল ইসলাম

ব্যস্ততার এ যুগে

ইলম অন্বেষণ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

রুহামা পাবলিকেশন

ব্যস্ততার এ যুগে ইলম অন্বেষণ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

প্রথম প্রকাশ
রবিউস সানি ১৪৪০ হিজরি / ডিসেম্বর ২০১৮ ইসায়ি

দ্বিতীয় প্রকাশ
রজব ১৪৪০ হিজরি / মার্চ ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ৯৬ টাকা

রুহামা পাবলিকেশন

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين-

ব্যস্ততা, ছোট্ট একটি শব্দ। কিন্তু এ শব্দটি আমাদের মনে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। কারও ব্যস্ততা যৌক্তিক। তাদের ব্যস্ততাকে সত্যিকারই ব্যস্ততা বলতে পারি। কিন্তু কারও ব্যস্ততাকে ব্যস্ততা বলা বেমানান।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা ব্যস্ত থাকি বহু কাজে। কেউ চাকরি করেন, তো তিনি চাকরি নিয়ে ব্যস্ত। কেউ ব্যবসা করেন, তো সকাল থেকে দুপুর-রাত পর্যন্ত ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ সাধারণ কোনো কাজ করেন, তো তিনিও ব্যস্ত নিজ কাজে। এভাবে সবাই নিজ নিজ কাজের ব্যস্ততা শেষে নিজের ব্যক্তিগত কাজ ও পরিবারের পেছনেও সময় দিতে হয়।

দ্বীনি কোনো আমলের দিকে ডাকলেই হলো। তখন যেন ব্যস্ততা আরও বেড়ে যায়! হাতে সময় থাকলেও অনেকেই নিজেদের দেখান যে, তারা নানান কাজে খুব ব্যতিব্যস্ত।

হাতে একদম সময় নেই। দশ-বিশ মিনিট সময় দেবারও ফুরসত নেই।

আবার আমাদের অনেক যুবক ভাইদের তো দ্বীনি কাজের আশপাশে আজকাল পাওয়াই যায় না। কারণ, তারা ফেসবুকিং, চ্যাটিং, ডেটিং, ক্রিকেটিং, হ্যাং আউট করার মতো মহান মহান (!) কাজে ব্যস্ত। আসলে আমরা আজ অপব্যস্ততাকে ব্যস্ততার মুখোশ পরাই।

ব্যস্ত থাকি আর নাই থাকি, আমাদের একটি বিষয় অবশ্যই মনে গেঁথে রাখতে হবে—আমরা মুসলিম, দ্বীন আমাদের যেমনিভাবে চলার আদেশ করে, তদনুযায়ী আমাদের চলতে হবে। দ্বীনের বিধিবিধান, হালাল-হারাম জেনে আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা হয়ে জীবনযাপনের জন্য দ্বীন শিক্ষা করা আমাদের সকলের ওপরই ফরজ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ

> 'দ্বীনি ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।'[১]

আমাদের ব্যস্ততা থাকতে পারে। থাকা যৌক্তিকও। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমরা দ্বীনি ইলম অর্জন থেকে সরে পড়ব; দ্বীন থেকে বিমুখ থাকব। শত ব্যস্ততা থাকলেও এ

---

১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২২৪, হাদিসটি হাসান।

ব্যস্ততার মাঝে আমরা কিছুটা অবকাশ অবশ্যই পাই, যে সময়টাতে আমরা কিছু ইলম অর্জন করতে পারি।

আর কাজকর্ম-ব্যস্ততা কি শুধু আমাদেরই আছে? সাহাবিগণের কি ব্যস্ততা ছিল না? তাঁরা কি এ অজুহাতে ইলম অন্বেষণ থেকে দূরে ছিলেন? সালাফের জীবনচরিত খুলে দেখলে আমরা অবাক হয়ে যাই, ইলমের প্রতি তাদের কেমন আগ্রহ ছিল। সুবহানাল্লাহ, শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাঁরা দ্বীনকে সর্বাগ্রে রাখতেন। আর আমাদের অবস্থা ঠিক যেন তার উল্টো মেরুতে।

যারা খুব ব্যতিব্যস্ত থাকার অনুযোগ করে থাকেন, তাদের জন্য এ বইটি হবে উত্তম পাথেয়। কেননা, এ বইতে রয়েছে ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব বয়ান থেকে শুরু করে সালাফের ইলমের প্রতি আগ্রহের কথা, নিজেদের দুনিয়াবি ব্যস্ততার ওপর ইলম শেখা-শেখানোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা। আছে সময়ের সঠিক ব্যবহার করে ইলম অর্জনের উপায় বিশ্লেষণ, আছে ইলম অর্জনে সহায়ক পথ-পদ্ধতি ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইলম অর্জনের সহজ পন্থার বর্ণনা।

বইটি শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ-এর ইলমি বয়ানের মুদ্রিত রূপ থেকে অনূদিত। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা কায়রোর স্বনামধন্য লাইব্রেরি 'মাকতাবাতুস সালসাবিল' কর্তৃক প্রকাশিত মুদ্রণটিকে মূল অবলম্বন হিসেবে রেখেছি। পাশাপাশি শাইখের ভিডিও লেকচার

ও তাঁর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বইটির টেক্সট সংস্করণকে সহায়ক হিসেবে নিয়েছি।

আল্লাহ তাআলা শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ-কে উত্তম বিনিময় দান করুন। মুসলিম উম্মাহ উনার ইলমি খিদমত থেকে অনেক উপকৃত হচ্ছে এবং উপকৃত হবার এ সিলসিলা জারি থাকবে, ইনশাআল্লাহ। এ বইটি অনুবাদের তাওফিক প্রদান আমার ওপর আল্লাহ তাআলার অনেক বড় ইহসান। এর মধ্যে যা কিছু কল্যাণকর, তা তো কেবলই আল্লাহর দান। আর যা কিছু মন্দ ও অকল্যাণকর, তা শয়তানের প্ররোচনা ও আমার ত্রুটির ফল। আল্লাহ তাআলা সবাইকে এ বইটি দ্বারা উপকৃত হবার তাওফিক দিন। আমিন।

-আব্দুল্লাহ ইউসুফ

সূচিপত্র

الحمد لله رب العالمين، العليم الحكيم، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له علام الغيوب، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، جاء بالعلم من ربه والوحي منه سبحانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালকের জন্য। যিনি সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি অদৃশ্যের সকল বিষয়ে জ্ঞাত। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, যিনি তাঁর সুমহান প্রভুর পক্ষ থেকে জ্ঞান ও ওহি নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

ইলমের মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলার সর্বোত্তম আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁর নৈকট্যলাভের বড় একটি মাধ্যম ইলম অর্জনে নিয়োজিত হওয়া। দ্বীনি ইলম অর্জন অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। যা মানুষের দৈনন্দিনের সকল কাজের মধ্যে অন্যতম গুরুত্ববহ কাজ। নিষ্কলুষ হৃদয়ের অধিকারী সালাফে সালিহিন ইলম অর্জনে মগ্ন থাকতেন। কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী পুণ্যবান ব্যক্তিগণ সর্বদা ইলম অর্জনের

প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকেন। শুধু তাই নয়, ইলম অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে এর ফজিলত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে অনেক আয়াতে কারিমা। বর্ণিত হয়েছে বহু হাদিস শরিফ। ইলম সম্পর্কে সালাফের প্রদীপতুল্য বাণীসমগ্র তো রয়েছেই।

এক কথায়, ইলম সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ জেনে সঠিকভাবে আদায় করার মাধ্যম এটি। তাই ইলম ব্যতীত ইমান ও আমলের কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা, ইলম অর্জনের মাধ্যমেই তো যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যায়। সঠিকভাবে আদায় করা যায় তাঁর বিধিবিধান, হুকুম-আহকাম। দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্যও প্রয়োজন ইলম।

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য পানাহার অপরিহার্য। কিন্তু দৈনন্দিনের এ পানাহারের চেয়েও আরও বহুগুণ বেশি প্রয়োজন ইলম অর্জন। কারণ, ইলমের ওপরই দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণের ভিত্তি। এটিই পার্থিব ও পরকালীন জীবনের তত্ত্বাবধায়ক। আরও সহজে বলা যায়, এটি উভয় জগতে আমাদের জীবনের পরিচালকস্বরূপ। ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, 'মানুষ যতটা না পানাহারের প্রতি মুখাপেক্ষী, তার চেয়েও অধিক মুখাপেক্ষী জ্ঞান অর্জনের প্রতি।' কারণ, সে তো দিনে দুই থেকে তিনবার পানাহারের প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু ইলমের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় প্রতিটি মুহূর্তে। যদি

মানুষকে ইলমের এ নিয়ামত দান করা না হতো, তবে তাদের ও চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে কোনোই তফাৎ থাকত না। সুতরাং বোঝা উচিত যে, কীসে মানুষকে এত শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিয়েছে? উত্তর হলো ইলম। আল্লাহ তাআলা মানুষকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়েছেন। যার মাধ্যমে মানুষ মহান প্রতিপালকের দেওয়া দ্বীনের পূর্ণ অনুসরণ করতে পারে, আনুগত্য করতে পারে তাঁর প্রত্যাদেশের। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বেশি কিছু অন্বেষণ করতে আদেশ করেননি, তিনি আদেশ করেছেন কেবল ইলম অর্জন করার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আদেশ করে বলেন :

﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

'আর আপনি বলুন, "হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।"'[২]

ইলম এক মর্যাদামণ্ডিত বৃক্ষের ন্যায়। সকল গাছের সেরা এ গাছ। এ যেন সবুজ-শ্যামল ও ছায়াময়। পরিপক্ক ফলবিশিষ্ট। যার অন্বেষণ ইবাদত। যার আলোচনা পুণ্যময়। ইলমের অধিকারীগণই আল্লাহকে অধিক ভয়কারী। ইলমের উত্তরাধিকারগণই বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সাক্ষাতের প্রতি আশা পোষণকারী।

২. সুরা তহা : ১১৪

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইলমের মর্যাদা, আহলে ইলমের সম্মান এবং তাদের প্রতি প্রদত্ত মর্যাদার বর্ণনা দিয়েছেন। অনেক স্পষ্ট বাস্তবতাই তাদের এ মর্যাদার সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। যার অন্যতম হলো, আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের প্রতি তাদের সাক্ষ্য—যে সাক্ষ্য ব্যতীত জাহান্নাম থেকে মুক্তি মিলবে না।

এমনিভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও তাঁর পবিত্র জবানে আহলে ইলমের মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন : আলিমদের জন্য ফেরেশতা থেকে শুরু করে গর্তের পিপীলিকা পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে। ক্ষমা প্রার্থনা করে পানির মাছসহ সকল সৃষ্টি। তাদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে এমন আরও অনেক মর্যাদা-সম্মানের কথা। কুরআন-হাদিস খুলে দেখলে অনায়াসেই আমরা জানতে পারব ইলম ও আলিমের, দ্বীনি জ্ঞান ও জ্ঞানার্জনকারীর বহু ফজিলত সম্পর্কে। দরকার শুধু একটু কিতাব খুলে দেখার।

ইলম অন্বেষণে বিমুখিতা

ইলমের এত মর্যাদা ও গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষকে আমরা দেখি, তারা ইলম থেকে একেবারে বিমুখ, গাফিল, অমনোযোগী। কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য ও তার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়েই মহাব্যস্ত। কেউ ব্যস্ত জীবিকা উপার্জন আর অর্থ-সম্পদ কামানোর পেছনে। এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়, যারা নানান খেলতামাশায় মত্ত। কেউ সময় নষ্ট করছে ভ্রমণ ও পর্যটনে।

কেউ নিজ পেশায় মশগুল তো, পরক্ষণে সে-ই আবার অবসরে আনন্দ-ভ্রমণে ব্যস্ত। এমন ব্যস্ততার মাঝেও বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমগুলোও প্রতিনিয়ত কেড়ে নেয় আমাদের অনেক মূল্যবান সময়। টিভি, রেডিও, পেপার-পত্রিকা আমাদের ব্যস্ত রাখছে। খেলাধুলা, বিনোদন-বিলাসিতা এক ব্যস্ততার পর আরেক ব্যস্ততায় আমাদের মাতিয়ে তুলছে। ফলে আমাদের ব্যস্ততা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তাই এখনকার চিত্রটা হলো ব্যস্ততার পর ব্যস্ততা। এক ব্যস্ততা সেরে উঠতে না উঠতেই আরেক ব্যস্ততা অপেক্ষায় থাকে আমাদের ব্যস্ত করার জন্য।

এমনকি এক শিক্ষক বলেছেন, 'তার কিছু ছাত্র খেলাধুলায় দিনের প্রায় বারো ঘণ্টা ব্যয় করত। একটা খেলা শেষ করতেই তাদের শুরু হতো আরেকটা খেলা।' চার মিলিয়ন কিশোর দৈনিক ছয় ঘণ্টারও অধিক সময় শুধু ইন্টারনেটে মত্ত থাকে। এতটা সময় তারা নেটে কী করে?! নিঃসন্দেহে বিভিন্ন প্রেম, গল্প, অহেতুক কল্প-কাহিনী, উত্তেজক বিভিন্ন কন্টেন্ট দেখার মাঝেই তো তারা লিপ্ত থাকে। কারও ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট হয় গেমস খেলতে খেলতে। এরপর আবার সে সকল খেলা নিয়ে চলে একে অন্যের সাথে বিতর্ক, এভাবেও তারা সময় নষ্ট করে। বিভিন্ন অহেতুক কথাবার্তা, চ্যাটিং-ম্যাসেজিং-এর মগ্নতা একটার পর একটা তাদের আবদ্ধ করে রাখে।

হরেক মডেলের গাড়ির সৌন্দর্য নিয়ে আসক্ত থাকে অনেকে। নানান ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে তারা সময় অতিবাহিত করে। শক্তিবর্ধনে বিভিন্ন জিমে গিয়ে ব্যায়াম করে। কিন্তু শরীরের এ শক্তিবর্ধন ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়; বরং এ তো হয়ে থাকে ভোগ-বিলাসিতায় আরও বেশি ডুবে থাকার প্রয়োজনে। কেউ নানান ডিজাইনের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে ব্যস্ত। কেউ অকারণেই হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত। কফি শপে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা অনেকের স্বভাব। প্রচলিত কফি শপ ভালো না লাগলে, আধুনিক কফি শপ তো আছেই। সেখানে গিয়ে নষ্ট করা যাবে লম্বা সময়। আবান্তর হাস্যরসে, বিভিন্ন মনোহর বস্তুতে মত্ত থাকবে। অনেককে দেখা যায়, অঢেল সম্পদ অর্জন করার জন্য আইন অনুষদের মতো বিভিন্ন বিভাগগুলোতে পড়ে, ওকালাতি বা বড় বড় পদে আসীন হবার উদ্দেশ্যে। যাতে করে এসব পদ-পদবি তাদের জন্য অঢেল প্রাচুর্যের পথ খুলে দেয়। অন্যদিকে কেউ কেউ টাকার গাছ রোপণে সারা দিন ব্যস্ত থাকে। মোটকথা ব্যস্ত থাকার পেছনে তাদের রয়েছে হাজারটা মাধ্যম ও কারণ। কেউ অকাজে ব্যস্ত, কেউ কাজে ব্যস্ত। অকাজের ব্যস্ততা তো সবার জন্যই বর্জনীয়। কাজের ব্যস্ততাকে ধরেই কথা বলি।

আবু বকর সিদ্দিক রা. একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। আব্দুর রহমান বিন আওফ রা.-ও ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। উসমান রা.-ও একই রকম ছিলেন। তবে তাঁদের ব্যবসা আল্লাহর জিকির, নামাজ কায়িম, জাকাত প্রদান, দ্বীনি

ইলম অন্বেষণ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহচর্য গ্রহণ করা থেকে কখনোই তাঁদের গাফিল করে রাখতে পারেনি। লক্ষণীয় যে, বর্তমানে আমরাও ব্যবসা করি আর সাহাবিগণও ব্যবসা করেছেন। তাঁদের ব্যবসা কখনো তাঁদের আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল করতে পারেনি। কিন্তু আমাদের অবস্থা তো হলো এমন যে, ব্যবসার জন্য আল্লাহকে স্মরণ করার সুযোগই আমরা মিলাতে পারি না!

আমাদের উলামা-মাশায়িখের মধ্যে কাউকে এমনও দেখা গেছে যে, তাঁরা রমজান থেকে হজের মৌসুম পর্যন্ত ভাড়ায় গাড়ি চালিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করতেন। তা দিয়ে তাঁরা নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচ যোগাতেন সারা বছর। আর বছরের বাকি সময় ব্যস্ত থাকতেন ইলম অন্বেষণে।

ইলম অর্জন করে আমরা অনেক কিছুই পাব। জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারব। পরকালের জীবনকে সাজাতে পারব অতি সুন্দর করে। কিন্তু যদি আমরা ইলম অর্জন থেকে বিমুখ থাকি; তবে এ দুটোর কোনোটিই সম্ভব নয়। তাই ব্যস্ততার দোহাই না পেড়ে ইলম অর্জনের জন্য অবসর সময়কে কাজে লাগাই। ব্যস্ততাকে মাঝে মাঝে অবসর দিই। যেমনি সাহাবিগণ সময় দিয়েছেন, দিয়েছেন তাবিয়ি, তাবে তাবিয়িসহ আমাদের পূর্বসূরি সফল ব্যক্তিগণ।

বিপদের ঘনঘটা

বর্তমানে আমাদের সময়গুলো বিভিন্নভাবে কেটে যায়। কিছু সময় গাড়ি নিয়ে রাস্তায় ড্রাইভ করা, রাতভর রূপালি পর্দায় চোখ সেঁটে রাখা। বিভিন্ন ক্লাবে আড্ডা, হ্যাং আউট করা ইত্যাদি। এতদিন এতটুকুতেই আমাদের ব্যস্ততা ছিল। কিন্তু এরপর আসলো ইন্টার একটিভ টেলিভিশন। যা এসে বল্গাহীন এ বিলাসী জীবনের বিলাসিতার ষোলোকলা পূর্ণ করল।

এভাবেই বর্তমানে আমাদের অনেক ইলমি মজলিস জনশূন্য হয়ে গেছে। কমে গেছে ইলম-পিপাসুদের সংখ্যা। এক সময়ের বিশাল বিশাল বইয়ের গ্রন্থাগারগুলো আজ পুরনো জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। এত বিপুল জনসংখ্যা সত্ত্বেও ইলমের মারকাজগুলো আজ জনশূন্যপ্রায়। অথচ, ইলম মানুষকে অনেক কিছুই দান করে, কোনো বিনিময় গ্রহণ করে না, কোনো কিছু কেড়ে নেয় না। তবুও তো অধিকাংশ মানুষ ইলম থেকে কোনো উপকার গ্রহণ করতে চায় না। এমনকি বর্তমান সময়ের কোনো কলাকৌশল শেখার ক্ষেত্রে, পার্থিব জীবনে কাজে লাগবে—এমন কিছু শেখার জন্যও তারা আগ্রহ দেখায় না। মূলত আজকের মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল দুর্বল হয়ে গেছে। এমনকি অনেক শিক্ষকদেরও একই অবস্থা চলছে।

ইমাম আবুল হুসাইন আল-আসাদি রহ.-এর নিকট ছাত্ররা ইলম শিখতে আসত। তিনি তাদের পড়াতেন, দরস দিতেন। একই মসজিদে তিনি প্রায় ৫০ বছর কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি মানুষকে দ্বীনি ইলম শেখাতেন, মানব জীবনের বিবিধ সমস্যার সমাধান দিতেন। তাঁর হিম্মতে কখনো ভাটা পড়েনি, কখনো মনোবল ভেঙে পড়েনি। অথচ, তিনিও তো বিভিন্ন কাজে অনেক ব্যস্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও ইলমের দরস দিয়ে গেছেন নিয়মিত।

অথচ, আজ আমরা অহেতুক কার্যকলাপের কারণে সময়ই পাই না। টিভি-সিনেমা, ফিল্ম, বিভিন্ন একশন সিরিজ ইত্যাদি অসার কাহিনী দেখে দেখে সময় কাটাই। রিমোটের বোতাম টিপে টিপে এক চ্যানেল থেকে অন্য চ্যানেল দেখতে থাকি সারা দিন।

বর্তমানে পড়ালেখায় অভিনিবেশ সত্যিই অনেক কমে গেছে। শরয়ি কিতাব অধ্যয়নে মানুষের আগ্রহ ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। কারণ, দৈনন্দিনের অদ্ভুত রুটিন আমাদের ব্যস্ত করে রেখেছে হরেক রকম ম্যাগাজিন, উপন্যাস, টিভি প্রোগ্রাম ও নানান সিরিজ দেখার জালে। কবি বলেন :

إذا رأيتَ شباب الحي قد نشئوا

لا ينقلون قلال الحبر والورقا

ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق

يعون من صالح الأخبار ما اتسقا
فذرهم عنك واعلم أنهم همجٌ
قد بدّلوا بعلو الهمة الحمقا

'যখন তুমি দেখবে পাড়ার সন্তানেরা
বেড়ে উঠছে,

অথচ তারা খাতা-কলমের ব্যাগ বহন
করছে না;

শাইখদের পাশে কোনো আসরেও
তাদের বসতে দেখছ না,

যেখানে তারা সুবিন্যস্ত ভালো
কথাগুলো শুনতে পারে;

তখন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো

এবং জেনে নাও যে, তারা হলো
উচ্ছৃঙ্খল ইতর শ্রেণি,

যারা উচ্চাভিলাষকে নির্বুদ্ধিতায়
রূপান্তর করেছে।'[৩]

দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক মগ্নতা আর অর্থ উপার্জনের লিপ্সা আমাদের দ্বীনি ইলম অর্জনের আগ্রহকে বিলোপ করে দিয়েছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও আজ ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ কমে গেছে।

৩. আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ওয়াল মানহুল মারইয়্যাহ : ১/২১২

হ্যাঁ, নিজেদের গোলমেলে এ জীবনটা শুধু অর্থ উপার্জনের পেছনেই মানুষ উৎসর্গ করছে। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য পরিণত হয়েছে আমাদের লক্ষ্যে। এমনকি কেউ কেউ তো দ্বিতীয় কর্মস্থল, কেউ তৃতীয় কর্মস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত করে তাদের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির আশায়।

এটা ঠিক যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, ঘন ঘন বিলের আগমন তাদের মাসিক উপার্জনকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। অর্থ উপার্জনের পিপাসা আজ জেঁকে বসেছে প্রায় সবার মাঝে। এ সকল বিল আর প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থ উপার্জনের পেছনে পড়ে মানুষের জীবনটা ক্রমাগত দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। জীবনধারণের পথ-পদ্ধতিগুলো সংকীর্ণ হয় যাচ্ছে দিনদিন। ফলে জুলুম-অত্যাচার ও শোকানলে দগ্ধ হওয়ার পরিমাণ কেবল বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

এসবের অনিবার্য পরিণতিতে জ্ঞানার্জনের সেই পিপাসা লোপ পাচ্ছে। দারিদ্র্য স্বাভাবিক জীবনের শত্রু। আর যখন জীবনে অস্থিরতা আসে, তখন নিরাশদের সংখ্যা বেড়ে যায় স্বাভাবিকভাবেই। তখন মানুষ ইলম অর্জনে দীর্ঘসূত্রতা নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। করব করব করে করা হয় না, পড়ব পড়ব বলে পড়া হয় না। জীবনের স্বাভাবিকতা নষ্ট হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই ইলমের প্রতি অনেকের অনীহা ও শিথিলতা চলে আসে। তাই সময় অনুযায়ী সঠিক শিক্ষাটা পাওয়া হয়ে ওঠে না। কবি বলেন :

إذا أنتَ لم تزرع وأبصرتَ حاصداً
ندمتَ على التفريط في زمن البذر

'যখন তুমি চাষ না করে
ফসল কাটার স্বপ্ন দেখবে,

বীজ বপনকালীন উদাসীনতার কারণে
তোমাকে লজ্জার মুখে পড়তে হবে।'[৪]

কারও ট্রেন ছুটে গেলে সেই ট্রেনে সে আর চড়তে পারে না। তখন তা আর ফিরেও আসে না উল্টো দিকে। কিন্তু ইলম অর্জনের সময় কখনো শেষ হয় না। জীবনের যেকোনো সময় ইলম অর্জন করা যায়, এর সুযোগ অবশ্যই থাকে; যদিও কোনো ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হোক না কেন।

অন্যদিকে, খারাপ লোকদের সংশ্রব ও দীর্ঘ সময় অহেতুক গল্পগুজবে ব্যয় করা দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো কাজে আসে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

'ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো, অহেতুক কথা-কাজ পরিত্যাগ করা।'[৫]

---

৪. ইবনুল জাওজি রহ. কৃত হিফজুল উমরি : ৬৫
৫. সুনানুত তিরমিজি : ২৩১৭, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৭৬, মুসনাদু আহমাদ : ১৭৩৭

দুনিয়া কিংবা আখিরাতে কোনো ক্ষেত্রেই উপকারে আসে না, এমন কাজ পরিত্যাগ করা ব্যক্তির দ্বীনদারিতার সৌন্দর্য প্রকাশ করে। কাজকর্মে অনাহূত হস্তক্ষেপ ঘটে—এমন বিশৃঙ্খল অবস্থা ও অস্থিরতা আমাদের শৃঙ্খলা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। ফলে ইলম অন্বেষণ থেকে আমরা ছিটকে পড়ি। তাই ইলমের পথে প্রতিবন্ধক এ ব্যস্ততা নামক বিপদকে, ইলমের পথে আসা অহেতুক গল্পগুজবে লিপ্ত থাকার এ আপদতুল্য ঘনঘটাকে আমরা যেন দূরে সরিয়ে দিই এবং নিজেদের সময়কে কাজে লাগিয়ে ইলম অন্বেষণ করি, ইলমকে নিজের আমলে পরিণত করি।

ব্যস্ত হওয়া না ব্যস্ত করে রাখা?

ব্যস্ত রাখা ও ব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমাদের দুশমনেরা সস্তা বিনোদন দিয়ে আমাদের নানাভাবে ব্যস্ত রাখছে। এ ক্ষেত্রে এসব বিনোদনসামগ্রী দিয়ে আমাদের স্থানীয় যারা অর্থ উপার্জন করে থাকে, তারাও তাদের মতো অপরাধী। কাফিররা বিভিন্ন শোনা, দেখা ও পড়ার বস্তু দিয়ে আমাদের জব্দ করে রেখেছে। ফলে এ সকল বস্তু জ্ঞানার্জনের তিনটি মাধ্যমের সবটিকেই নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾

'নিশ্চয় কান, চোখ, অন্তঃকরণ—এদের
প্রত্যেকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।'[৬]

কাফিরদের চক্রান্তের ফলে এসব কিছু আজ ব্যস্ততায় পরিণত হয়েছে। আমাদের কান, চোখ, মস্তিষ্ক সবই আজ এ সকল মন্দ বস্তুর তীব্র ও অনবরত প্রচারণার তলে দলিত। এটাই বর্তমান বিশ্বের অবস্থা। উন্নতির নামে অবনতি, ফ্যাশন চর্চা, নতুন নতুন প্রতিটি বস্তু কেনার পেছনে লেগে থাকা, তার ওপর খরচ করার একটা দৌড়ঝাঁপ ও প্রতিযোগিতা চলছে। এসব সময় ও অর্থ নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের পূর্বসূরিগণ আল্লাহর ইবাদত, জিকির, তিলাওয়াত ও সালাতে রাত জাগতেন। কিন্তু আজ মানুষ অনর্থক কাজে রাত জাগে, অনেকে রাত জেগে জেগে পাপাচারে লিপ্ত থাকে। আমরা আমাদের শত্রুদের ফাঁদে পড়ে অবাধ্যতা ও অনৈতিকতায় বিভোর হয়ে রাতযাপন করছি। জবরদখলকারী শত্রুদের তৈরিকৃত এসব উপকরণের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর ইবাদত ও দ্বীন থেকে দূরে থাকছি, বিমুখ হয়ে রয়েছি দ্বীনি শিক্ষা থেকে।

দুঃখের বিষয়, আমরা ইলমের মতো দামি সম্পদ, মূল্যবান পাথেয় হারিয়ে বসেও আনন্দে আছি! অথচ সাহাবিদের মধ্য থেকে কারও কোনো একটি হাদিস ছুটে গেলে

---

৬. সুরা বনি ইসরাইল : ৩৬

আফসোস করে তিনি বলতেন :

أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ

'বাজারে গিয়ে কেনাবেচা করা আমাকে এ হাদিস থেকে বঞ্চিত করেছে।'[৭]

তাদের বিবেচনায় আমরা আজ কোথায়? তাঁরা তো পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বাজারে গিয়ে ব্যবসা করতেন। কারণ, পরিবারের খরচ যোগাড় করা ওয়াজিব। আর আমাদের ব্যস্ততা? দেখি তো আমাদের ব্যস্ততাগুলো নিম্নোক্ত কোন প্রকারে পড়ে?

১. কিছু ব্যস্ততা মৌলিক দিক থেকেই যৌক্তিক। আর কিছু ব্যস্ততা অবস্থার কারণে যৌক্তিক। যেমন : জীবিকা উপার্জন করা, পরিবারের দেখাশোনা করা ও সন্তান লালনপালন ইত্যাদি মৌলিকতা ও প্রয়োজনীয়তা উভয় দিক থেকেই যৌক্তিক। এ ব্যস্ততা এমন দীর্ঘকালীন হয় না যে, তা আমাদের পুরো ২৪ ঘণ্টা দিনের পুরোটাই গিলে খাবে।

২. কিছু ব্যস্ততা মৌলিক দিক থেকে যৌক্তিক বটে, কিন্তু অবস্থা বা প্রয়োজনের বিবেচনায় অযৌক্তিক। যেমন : বিনা প্রয়োজনে ব্যবসার কাজে লেগে থাকা। চাকরি-বাকরিতে মশগুল থাকা। একটু ব্যাখ্যা করে বললে,

---

৭. উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, সহিহুল বুখারি : ২০৬২

ব্যবসা বা চাকরি করা তো আমার জীবিকা অর্জনের জন্য অপরিহার্য। তাই ব্যবসা বা চাকরি মৌলিক বিবেচনায় যৌক্তিক। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ব্যবসার পেছনে লেগে থাকা কিংবা চাকরিতে ডুবে থাকা তো অপ্রয়োজনীয়; তাই এ ব্যস্ততা অযৌক্তিক।

৩. আর কিছু ব্যস্ততা আছে, যেগুলো মৌলিকভাবেই অযৌক্তিক এবং কিছু ব্যস্ততা আছে, যা সম্পূর্ণ হারাম। যেমন : কোনো গুনাহের কাজে ব্যস্ত থাকা, বিলাসিতায় ডুবে থাকা, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সময় নষ্ট করা। এক ব্যক্তি বলল, আমি অমুক মুভি দশ বার দেখেছি!! বর্তমান সময়ে এমনই ঘটছে। অথচ, এগুলো হচ্ছে উত্তেজনামূলক ও প্রেমাসক্তির গল্প। এ মুভি দেখার কারণে উত্তেজনাই বাড়তে থাকে। এমনিভাবে রাতের ১২ টার সময় যখন শহরে বিদ্যুৎ চলে যায়, তখন হোটেলের রেস্টরুম বা এপার্টমেন্টগুলোর চড়া দাম ওঠে। কারণ, তারা তো চায় রাতে জাগ্রত থাকতে। তাই তাদের জন্য দরকার হচ্ছে পারস্পরিক সম্মতি। কিন্তু সেখানে কী হয়?

দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতায় মজে থাকা, আরাম-আয়েশে ব্যস্ত থাকা, মার্কেটে নতুন কোনো বস্তু এলেই তা কিনে ফেলা, বন্ধুবান্ধবের সাথে আড্ডা দেওয়া, বাজারে-মার্কেটে সময় নষ্ট করা, কফি শপে গিয়ে লম্বা সময় ধরে উপভোগ করা ইত্যাদি নানান বেহুদা বিষয়ে আজ আমাদের আসক্তি

জমে গেছে। রাস্তা-ঘাটে, ঘরে-বাইরে সর্বত্র আমাদের ব্যস্ত রাখার কোনো না কোনো উপকরণ মজুদ আছেই। এসবের দ্বারা লাভ কী?! এসবের মাধ্যমে কী পাচ্ছি আমরা? আমাদের সময়গুলোকে গলা চিপে হত্যা করার এই দীর্ঘ লিস্ট তাদের পরিকল্পিত। তাদের নীল নকশা এমন যে, যাতে একটি স্থানেই আমাদের লম্বা একটা সময় কেটে যায়। আপনি যদি একটু চিন্তা করে দেখেন, (তো সহজেই বুঝতে পারবেন যে,) এসব বিলাসিতা ও বিনোদন করে আমাদের কোনো উপকারই হচ্ছে না, হবেও না। কেবল সামান্য বিলাসিতাই হবে, সামান্য বিনোদিতই হওয়া যাবে। কিন্তু তার পরে সবই উড়ে যাবে কর্পূরের ন্যায়।

ইলমের প্রতি সালাফের আগ্রহের কিছু নমুনা

আমরা আজ ভুলে আছি, কীসে আমাদের অধিক ব্যস্ত থাকার কথা আর কীসে কম। আমরা ভুলে বসেছি অনেক কিছুই। আমরা ভুলে গেছি, আমাদের কর্মপন্থা কী হওয়া উচিত আর কী নয়। কিন্তু সে কর্মপন্থা জানার জন্যও তো আমাদের জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের মাঝে সে উপলব্ধি কই? কোথায় আমাদের সে আগ্রহ?

একদা ইমাম ইয়াহইয়া আল-লাইসি রহ. ইমাম মালিক রহ.-এর কিছু শাগরেদের সাথে তাঁর দরসে বসে ছিলেন। ওই সময় একজন বলে উঠল, 'হাতি এসেছে!' তার এই আওয়াজ শুনে দরসের সবাই চলে গেল হাতি দেখতে;

কেবল ইয়াহইয়া-ই বসে থাকলেন দরসে। ইমাম মালিক রহ. তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেন হাতি দেখতে গেলে না? স্পেনে তো হাতি নেই!' উত্তরে ইমাম ইয়াহইয়া বললেন, 'আমি আমার দেশ থেকে আপনাকে দেখতে এবং আপনার নির্দেশনা ও ইলম শিখতে এসেছি। হাতি দেখার জন্য নয়।' তাঁর জবাব শুনে ইমাম মালিক রহ. আশ্চর্যান্বিত হলেন, তাঁকে উন্দুলুসের জ্ঞানী বলে আখ্যা দিলেন। আর সত্যি সত্যিই এক সময় তিনি স্পেনের জ্ঞানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৮]

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবু আসিম আন-নাবিল রহ.। তাঁকে নাবিল উপাধি দেওয়া হয়েছিল। যার অর্থ শ্রেষ্ঠ। একবার বসরায় হাতি আসলো। তা দেখার জন্য সবাই সেদিকে ছুটে গেল। তখন একমাত্র আবু আসিম ব্যতীত ইবনে জুরাইজ রহ.-এর সকল শাগরেদ মজলিস ছেড়ে হাতি দেখতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। শাইখ তাঁকে বললেন, 'কী হলো? হাতি দেখতে যাওনি যে?' তিনি বললেন, 'আপনার দরসের তো অন্য কোনো প্রতিরূপ নেই।' শাইখ তাকে বললেন, 'তুমি নাবিল। তুমি শ্রেষ্ঠ।' দরসের কোনো প্রতিরূপ না থাকার অর্থ হলো, আপনার দরস ছুটে যাবে, এ দরস মহামূল্যবান, এটা তো হাতছাড়া করা যায় না। এ দরস ছুটে গেলে আরেকটা পাব কোথায়? কিন্তু একটা হাতি দেখতে না পারলেও বেঁচে থাকলে আরেকটা দেখতে পাওয়া যাবে।

---

৮. তারতিবুল মাদারিক ওয়া তাকরিবুল মাসালিক : ৩/৩৮৩

لهم همم لا منتهى لكبارها
وهمّته الصغرى أجل من الدهر

'তাদের ছিল উচ্চ মনোবল, এ উচ্চতা
সীমাহীন।

সবচেয়ে ক্ষুদ্র মনোবলও তার যুগের
চেয়েও শক্তিশালী।'

বৃদ্ধ বয়সে হাফিজ সালাফি রহ. বলেন, 'আমার বয়স ৬০ বছর হলো। আমি কখনো ইস্কান্দারিয়ার মিনার পুরোপুরি দেখিনি। এ কক্ষ থেকে যতটুকু দেখা যায়, এর চেয়ে বেশি নয়।' ইস্কান্দারিয়ার মিনারটি প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চার্যের একটি। দেখুন, সালাফ কখনো অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করতেন না। তারা কেবল কোনো বিনোদন বা মনোহর দৃশ্য দেখার জন্য এমন কিছুর পেছনে সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন না।

স্বাভাবিকত মানুষের কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন হয়। মাঝেমধ্যে ভ্রমণ করে আর আল্লাহর নিয়ামতরাজি দেখে। আল্লাহর সৃষ্টিতে রয়েছে তাঁর তাওহিদের প্রমাণ। এ সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করলে ইমান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ ভ্রমণ আজ অলস ও অকর্মণ্যদের আনন্দভ্রমণে রূপ নিয়েছে। এই ভ্রমণ বা বিশ্রামে আরাম-আয়েশের নামে দুষ্ট চরিত্রের লোকজন নানান খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। এ সফরে কারও বিবাহ হয়, এ সফরের পরিণতিতে কারও ঘটে বিবাহ-

বিচ্ছেদের ঘটনা। কেউ কেউ জিওয়াজুল মিসফার বা সফরকালীন বিয়ে করে বসে এবং বাজারে মেয়েদের সাথে সহাবস্থানসহ ইত্যাদি নানান অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়। আমাদের অবস্থা হয়েছে এমন যে, আমরা বর্তমানে প্রবৃত্তিপ্রিয় ও উত্তেজনাকর এক পৃথিবীতে বাস করছি। এই অশ্লীলতার স্রোতে কেউ কোনো ধরনের বাধার তোয়াক্কা করে না। এটা অবশ্যই অত্যন্ত ভয়ংকর বিষয়। এ সকল লোক এতটুকুতেই ক্ষান্ত নয়। তারা অশ্লীলতার এ বিশ্বায়নে আরও কিছুকে হালালের ব্যানারে চালিয়ে দিতে চাইছে। আজ এই অশ্লীলতাগুলো আমাদের কর্মব্যস্ততায় রূপান্তরিত হয়েছে। কেউ কেউ এখন মিসয়ার জাতীয় বিবাহ করতে চায়, প্রথমে একটি তারপর আরেকটি এভাবে চারটি, তারপর ঘরে, বাইরে এমন বিবাহের মাধ্যমে সে তার জীবনকে বিলাসিতার আতিশয্যে ছেয়ে ফেলে।

মোটকথা, আমাদের মন-মানসিকতা, শরীর-স্বাস্থ্য সকল কিছুতে এগুলো মহামারির রূপ নিয়েছে। এসব করার প্রতি উদ্বেলিত করার জন্য অনেক কারণই বর্তমান দুনিয়ায় আছে। বর্তমানে তো এসব সমস্যার সমাধানে ক্লিনিক, ওষুধ, শক্তিবর্ধক ইত্যাদি মজুদ আছেই। যার ফলে এ সকল ভোগবিলাসী চিন্তা আমাদের মন-মস্তিষ্ক ও আত্মাকে গিলে ফেলছে। হায়, যদি মানুষ এগুলোর পরিবর্তে ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকত!

হায়, সালাফের আগ্রহ আর আমাদের আগ্রহ! আমরা তাদের চেয়ে কোথায় আর কতটা দূরে!

সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর কিছু দৃষ্টান্ত

যদি আমরা সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর জীবনের প্রতি লক্ষ করি, তাহলে অনায়াসে আমরা জানতে পারব, তাঁরা জীবিকা উপার্জনে কেমন ছিলেন। তাঁরা কি সব সময় জীবিকা অন্বেষণে ব্যস্ত থাকতেন? ইলম ও আমলের জন্য কি সময় দিতেন না?

জীবিকা ও ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মপন্থা ছিল এমন যে, তাঁরা অন্য সাথিদের সাথে নিজেদের পালা ভাগ করে নিতেন। সময়গুলোকে ভাগ করে নিতেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে। সাজিয়ে নিতেন নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্পূরক কাজগুলো।

উমর রা. ও তাঁর এক প্রতিবেশী পালাক্রমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে যেতেন। তিনি বলেন, 'আমি ও আমার এক আনসারি প্রতিবেশী। আমরা দুজনে পালাক্রমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে যেতাম। একদিন সে যেত, আরেকদিন আমি যেতাম। যেদিন আমি যেতাম, সেদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট অবতীর্ণ ওহি ও অন্যান্য খবরাখবর নিয়ে আসতাম এবং তাকে বলতাম। পরের দিন সে গেলেও একই কাজ করত।'

ইবনে হাজার রহ. ইমাম বুখারি রহ. থেকে বর্ণিত এই হাদিসের টীকায় বলেন :

'একজন প্রকৃত ইলমপিপাসু তার জীবনোপকরণ ও পরিবারের দেখাশুনা করা থেকে যেমনিভাবে গাফিল হয় না, তেমনই সে তার ইলম অর্জনের মূল দায়িত্ব থেকেও গাফিল হয় না। এমনকি জীবিকা উপার্জনের জন্য কোনো দিন যদি সে ইলমের মজলিসে উপস্থিত হতে না পারে, তাহলে ছুটে যাওয়া ইলম হাসিল করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে সে তা অর্জন করে নেয়।'[৯] ছুটে যাওয়া ইলমও তারা পরে অর্জন করে নিতেন। কারণ, তারা মনে করতেন যে, ইলম অর্জন করাটা তাদের আসল কাজ। অথচ, আজ ইলম অর্জন করা আমাদের অতিরিক্ত কাজ আর অন্য সকল কাজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। এ তো অধিক বলে ফেললাম। কারণ, আজকাল ছাত্ররা মূলত দরস থেকেই অনুপস্থিত থাকে।

ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'উমর রা. জীবিকার জন্য ব্যবসা করতেন এবং সেখান থেকে তিনি আল্লাহর রাস্তায় দানও করতেন।

উসমান রা. ছিলেন একজন ধনী সাহাবি। কিন্তু তাঁর ধনভান্ডার তাঁকে ইলম থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিচালনায় মুসলিম সেনাদের

---

৯. ইবনে হাজার রহ. কৃত ফাতহুল বারি : ১/১৮৬

জন্য তিনি অঢেল সম্পদ ব্যয় করে দিয়েছেন। এমনিভাবে আব্দুর রহমান বিন আওফ রা.-এর যখনই জীবিকার প্রয়োজন হতো, তখনই তিনি বাজারে গিয়ে কেনাবেচা করে ব্যবসা করে নিতেন।'

সাহাবায়ে কিরামের ব্যবসাও আমাদের মতো আমদানি-রপ্তানি, লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবেশন ও চুক্তিভিত্তিক ছিল। তাঁরা ব্যবসায়িক কাফেলা প্রেরণ করতেন। সেসব কাফেলা শামে গিয়ে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী কিনে আনত। এরপর তারা সেগুলো মদিনায় বিক্রি করতেন। একইভাবে ইয়েমেন থেকে জিনিসপত্র রপ্তানি করে বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করা হতো। এভাবে তাঁরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পণ্য আনা-নেওয়া করতেন। যে অঞ্চলে যে পণ্যের প্রাচুর্য, সেটা নিয়ে যেখানে পণ্যের ঘাটতি আছে সেখানে বিক্রয় করতেন। লাভের বিক্রয়মূল্যে ব্যবসা করতে কাউকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতেন। এভাবে তারা আমদানি-রপ্তানি ও বাজারজাত করে ব্যবসা করতেন।

আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. বাজারে গিয়ে একটি পণ্য কম দামে ক্রয় করে তার চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছেন। ব্যবসায় অর্জিত অর্থ দিয়ে তাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজন পরিচালনা করতেন, উম্মাতে মুসলিমার উন্নতি, অগ্রগতি ও তাদের রক্ষার জন্য খরচ করতেন।

কোনো কোনো সাহাবির নিকট মূলধনই ছিল না। তবুও

কি তাঁরা ইলম অর্জন ও দান-সদাকা ছেড়ে দিয়েছেন?! তাঁরা ব্যবসা না করে থাকলে, তারা সর্বদা কী করতেন?

আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে কিছু লোক এসে বলল, "আমাদের সাথে আপনি কিছু লোক পাঠান। যারা আমাদের কুরআন-সুন্নাহ শেখাবে।" তাদের কথানুযায়ী তিনি ৭০ জন আনসার সাহাবিকে পাঠালেন তাদের সাথে, যাদের কারি বলা হতো। তাদের মাঝে আমার মামা হারামও ছিলেন। তাঁরা কুরআন মাজিদ পাঠ করতেন। রাতে কুরআন নিয়ে পর্যালোচনা করতেন এবং কুরআন শিক্ষা দিতেন। দিনে তাঁরা মসজিদে পানি এনে রাখতেন। জালানি কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রয় করতেন এবং তা দ্বারা আহলুস সুফফা ও অসহায়-দরিদ্র মানুষদের জন্য খাবার ক্রয় করতেন। এই লোকদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে প্রেরণ করেছিলেন।'...[১০] অর্থাৎ তাদের কাছে কোনো মূলধন ছিল না। তাই তারা কাঠ সংগ্রহ করতেন। একজন সাহাবির ভাষায়, 'আর আমরা তা বহন করতাম।' কতিপয় সাহাবি নিজে বহনকারী হিসেবে কাজ করতেন, যেন কিছু অর্জন করে তা দ্বারা পানি কিনে মসজিদে রাখা যায়।

লক্ষণীয় হচ্ছে, কাঠ সংগ্রহ ও পানি বহন করার কাজটা করতেন গরিব সাহাবিগণ। এর মাধ্যমে তাঁরা তাদের

১০. সহিহু মুসলিম : ৬৭৭

জীবিকা উপার্জন করতেন। অতঃপর তা থেকে সদাকাও করতেন। আমাদের কাছে কি তাদের এ সদাকার পরিমাণ কম মনে হচ্ছে? এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই; কেননা, অনেক ক্ষেত্রে এক দিরহামের দান ফজিলতের দিক থেকে একশ দিরহামের দানের চেয়েও বেশি হয়ে থাকে। যাহোক এসব কাজ তাদের কখনোই ইলম অর্জন থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

সাহাবিগণকে ইলম অর্জন থেকে কোনো কিছুই বিরত রাখতে পারত না। তারা আগা থেকে গোড়া, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু শেখার আগ্রহ রাখতেন, শেখার চেষ্টা করতেন, শেখার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বারবার প্রশ্ন করতেন। এমনকি দাস-দাসীর সাথে কীভাবে কথা বলতে হয়, সে ধরনও তারা শিখে নিতেন।

ইবনে জুবাইর রা.-এর ১০০টি গোলাম ছিল। তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তিনি তাদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের ভাষায় কথা বলতেন। অর্থাৎ তিনি সকলের ভাষা জানতেন।

এভাবে জাইদ বিন সাবিত রা.-ও তিনটি ভাষা শিখেছেন। আর প্রতিটি ভাষা শিখতে তিনি সময় নিয়েছেন গড়ে ১৫ দিন করে।

সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের সর্বদা ইলম অন্বেষণে, জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত রাখতেন। অথচ, আজ আমরা নিজেদেরকে

তাঁদের উত্তরসূরি দাবি করি; কিন্তু তাঁদের আমল, তাঁদের শেখা-শেখানোর আগ্রহের সিকি ভাগও ধারণ করি না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

ব্যস্ততাকে পাশ কাটিয়ে ইলম অন্বেষণে সালিহিনের জীবনের কিছু খণ্ড চিত্র

হাম্মাদ বিন জাইদ রহ. বলেন, 'আমাকে আইয়ুব রহ. বলেন, "তুমি তোমার বাজার (ব্যবসা) ছেড়ে দিয়ো না। কারণ, তুমি যতদিন তোমার ভাইদের মুখাপেক্ষী না হবে, ততদিন তাদের কাছে সম্মানিত হয়ে থাকবে।"'[১১]

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর রেশমি কাপড়ের কাজ করার একটি বড় ঘর ছিল। তাঁর কাছে অনেক পোশাক-শ্রমিক ও কারিগর থাকত। অর্থাৎ তিনিও প্রায় ব্যস্ত ছিলেন।

ইবনুল মুবারক রহ.ও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। আবার তিনি ফিকহ, হাদিস ও জুহদের ইমামও ছিলেন।

আমরা তিন জন ইমামের অবস্থা জানলাম। প্রথম জনকে আইয়ুব রহ. এমন কথা বলার কারণ আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি ইলম অন্বেষণের জন্য ব্যবসা ছেড়ে দিতে চাইছিলেন। অথচ, আমরা দিনদিন আমাদের ব্যবসা, আমাদের চাকরিতে আরও ডুবে যাচ্ছি। ইমাম আবু

---

১১. হিলইয়াতুল আওলিয়া ও তাবাকাতুল আসফিয়া : ৩/১১

হানিফা রহ. এত বড় ইমাম ছিলেন, এত অধিক পরিমাণ ইলম চর্চা করতেন। কিন্তু তিনিও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তারও তো ব্যবসার ব্যস্ততা ছিল। অথচ, আমরা ব্যবসার অজুহাত দেখিয়ে ইলম থেকে দূরে থাকি! ইমাম ইবনুল মুবারক রহ.ও তো ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু তার ইলম অর্জনের পথে তার ব্যবসা কি বাধা হতে পেরেছে?

একইভাবে উজির আওনুদ্দিন আবুল মুজাফফার বিন হুবাইরাহ রহ. ছিলেন একজন বড় আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকিহ। মন্ত্রিত্বের গুরুদায়িত্ব তাঁকে ইলম অন্বেষণ, কিতাব রচনা ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ইলম অর্জনেও নিবেদিত ছিলেন। সিয়ারু আ'লামিন নুবালার মধ্যে ইমাম জাহাবি রহ. এমনই বলেছেন।

হামজা বিন হাবিব আজ-জাইয়্যাত রহ.। তিনি সাত কারিদের একজন ছিলেন। তিনি কুফা থেকে হালওয়ানে তেল আমদানি করতেন। এ জন্যই তাঁকে জাইয়্যাত বলা হতো।

ইয়াকুব বিন সুফইয়ান আল-ফাসাওয়ি রহ. ফারেসে হাদিস বিশারদদের ইমাম ছিলেন। তিনি রাতে অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন বই লিখতেন। এর দ্বারা দিনের বেলায় তাঁর খরচ ও ইলম অর্জনের অর্থ জোগাড় হয়ে যেত।

আল্লামা কাফফাল আল-মারওয়াজি রহ. শাফিয়ি মাজহাবের একজন বড় আলিম ছিলেন। তাঁর পেশা ছিল তালা বানানো ও তা মেরামত করা।

ইমাম নববি রহ. তাঁর বাবাকে দোকানের কাজে সহায়তা করতেন। এই কাজ তাঁকে সেই অল্প বয়সেও পবিত্র কুরআন হিফজ করায় বাধা দিতে পারেনি।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল হায়িক একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে বড় হচ্ছিলেন। সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন ইলমপ্রিয় মানুষ। তিনি আলিমদের মজলিসে বসতেন। সেখানে তাদের ইলমি আলোচনা শ্রবণ করতেন এবং বরকত হাসিল করতেন। তা ছাড়া তিনি মসজিদে প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। তাই শাইখ তাকে অনেক আদর-স্নেহ করতেন। তাকে না দেখলে তার কথা অন্যদের জিজ্ঞেস করতেন। এ বিষয়টি তাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে। তিনি কিতাবাদি ক্রয় করলেন। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইলম অন্বেষণে মনোযোগ দিলেন। অবশেষে তাঁর এই প্রচেষ্টা তাকে একজন বিখ্যাত, মেধাবী ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বে পরিণত করল। তিনি জ্ঞানের বিশেষ শাখাগুলোতে অতি দক্ষ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি এতই শীর্ষে পৌঁছেছেন যে, তাঁর জমানায় তিনিই ফিকহ ও উসুলে একজন বিদগ্ধ আলিম হয়েছিলেন। মানুষ তাঁর কাছে অনেক জটিল জটিল মাসআলার সমাধানের জন্য আসত। তিনি সেগুলোর

সমাধান দিয়ে দিতেন, যেগুলোর উত্তর অনেক বড় এবং কেউ এর সহজ সমাধান দিতে পারতেন না।

আলি কাজবার রহ. মিসকিইয়াহ বাজারের একজন দর্জি ছিলেন। শাইখ আলি তানতাবি রহ. বলেন, 'আলি তো ছিলেন উমাইয়া আমলে মসজিদের দরজা।' কাজ শেষে তিনি দোকান বন্ধ করে মসজিদে গিয়ে ইলমি মজলিসে বসতেন। সেখানে তিনি পড়তেন, শিখতেন, গভীর অধ্যয়নে ডুবে থাকতেন। এমনকি একটা সময় তিনি দরসে শাইখের সামনেও পড়তে লাগলেন। এ সময় তিনি দোকানও ছেড়ে দেননি, তার কাজও ছাড়েননি, ইলমও ছাড়েননি। এভাবে বেশ কিছু সময় চলতে থাকল। তিনি সকল বিষয়ে ব্যাপক পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। অবশেষে একদিন শাইখ মারা গেলে সেই হালাকায় উপস্থিত হন গভর্নর, বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও বড় বড় লোকজন। তারা শাইখের ইনতিকালের পর আজ প্রথম দরসের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তাঁরা এসে খুঁজতে লাগলেন যে, শাইখের পর কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন? কিন্তু কাউকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। অতঃপর তারা পরীক্ষা করতে শুরু করলেন যে, কে এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন? কিন্তু কাউকেই এমন যোগ্য পেলেন না যে, শাইখের এ দরস চালিয়ে যাবেন। অবশেষে তারা আলি কাজবারের খোঁজ করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে শাইখ আলি কাজবার রহ.-কে পেলেন। তিনি তাঁর দোকানে কাপড় সেলাই

করছিলেন। তারপর তারা তাঁকে নিয়ে আসলেন। এরপর তিনি দরস দিতে আরম্ভ করলেন। তিনি এমনভাবে দরসে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন যে, উপস্থিত সকলে হতবাক হয়ে গেল। এভাবে তিনি একজন দোকানদার হয়েও দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ দরস চালিয়ে যান। তাঁর পরে তাঁর বংশধরেরা মসজিদে খুতবা দেওয়ার দায়িত্বে আজও আছেন।

জীবিকার জন্য আয় উপার্জন করা আবশ্যক। তবে আয় উপার্জন ও ইলম অন্বেষণের মাঝে অবশ্যই সমন্বয় রাখতে হবে। আমরা যদি দুটির মাঝে প্রতিযোগিতা করি, তবে কোনটি প্রাধান্য পাবে? কতটুকু সম্পদ দিলে একজনের মনে পরিতৃপ্তি আসবে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে? সে আরও সম্পদ অর্জনের জন্য সামনে অগ্রসর হবে না?

ইমাম নববি রহ. বলেন, 'সালাফ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, "নফল নামাজ, নফল রোজা, তাসবিহ ইত্যাদি নফল আমলে ব্যস্ত না হয়ে ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত হওয়া অধিক উত্তম।"'[১২] তাহলে বর্তমানে যে স্থল-ভ্রমণ, ইন্টারনেটে সময়ক্ষেপণ, স্টক মার্কেটে চক্কর লাগানো ইত্যাদি অযৌক্তিক কর্মে ব্যস্ত, তার ব্যাপারে আমরা কী বলতে পারি! তাই তো কবি বলেছেন :

ولا تحفل بمالك وألهَ عنه

فليس المال إلا ما علمتَ

---

১২. ইমাম নববি রহ.-এর আল-মাজমু : ১/২০

وليس لجاهلٍ في الناس معنىً
ولو ملك العراق له تأتّى
وما يغنيك تشييدُ المباني
إذا بالجهل نفسك قد هدمتَ
جعلت المال فوق العلم جهلاً
لعمرك في القضية ما عدلتَ
وبينهما بنص الوحي بونٌ
ستعلمه إذا طه قرأتَ
لئن رفع الغني لواء مال
لأنتَ لواء علمك قد رفعتَ
وإن جلس الغني على الحشايا
لأنتَ على الكواكب قد جلستَ
وإن ركب الجياد مسوّمات
لأنت مناهج التقوى ركبتَ
وليس يضرك الإقتار شيئاً
إذا ما أنت ربك قد عرفتَ

'সম্পদের প্রতি মনোযোগ দিও না, এ থেকে বিমুখ হও।

কারণ, তোমার জ্ঞান ব্যতীত, তোমার
কোনো সম্পদই নেই।

মানুষের মাঝে অজ্ঞ ব্যক্তির কোনো
মূল্যায়ন নেই,
যদিও সমগ্র ইরাক রাজ্য তার
করায়ত্তে থাকে।

তোমার দালানের সুদৃঢ়করণ কোনো
কাজে আসবে না,
যখন তুমি নিজেকে ধ্বংস করে দিচ্ছ
অজ্ঞতার আঁধারে।

তুমি না বুঝে ইলমের ওপর সম্পদকে
প্রাধান্য দিলে,
তোমার জীবনের শপথ, তুমি সিদ্ধান্ত
নিতে ইনসাফের আশ্রয় নাওনি।

ওহির ভাষ্যে প্রমাণিত (সম্পদ ও ইলম)
উভয়ের মাঝে রয়েছে কত পার্থক্য!
যদি তুমি সুরা তহা পড়ো, তাহলে
অবশ্যই জানতে পারবে।

ধনী যদি তার সম্পদের পতাকা
উড্ডীন করে,
তবে তুমি তো তোমার ইলমের
পতাকা সমুন্নত করে তুলে ধরবে।

ধনী যদি তার অর্থের জোরে তুলতুলে
তোশকে বসতে পারে,
তবে তুমি তো তোমার জ্ঞানের আলোয়
তারকারাজির ওপর বসতে সক্ষম।

যদি সে উন্নত ঘোড়ার পিঠে আরোহণ
করতে পারে,
তবে তুমি তো তাকওয়ার বাহনে
আরোহণকারী যাত্রী।

শুনে রেখো, কোনো গর্ত (অপূর্ণতা)
তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না,
যদি তুমি তোমার রবকে চিনে থাকো।'

পাঠক, আপনি যদি দরিদ্রও হয়ে থাকেন, তবুও তো আপনি বেশি বেশি অর্থ-সম্পদ তালাশ করেও ঠিক ততটুকু সম্পদই নিজের করে পাবেন, যতটুকু আপনার তাকদিরে ছিল। কিন্তু ইলম অন্বেষণ করলেন, আপনি যেন হাতে পেলেন আকাশের তারকা, আপনি তখন দরিদ্র হয়েও হবেন উঁচু মর্যাদা ও উন্নত সম্মানের অধিকারী।

ইলম অর্জনের জন্য কিছু সময় নির্ধারণ করে রাখা

একজন মুসলিম যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন, ইলমে দ্বীন অধ্যয়নের জন্য, ইসলামের সকল বিধিবিধান, হুকুম-

আহকাম, মুআমালাত-মুআশারাত ও ইবাদত শেখার জন্য কিছু সময় অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে; যাতে সে এগুলোর চর্চা করবে। এমনকি সে তার পেশাসংশ্লিষ্ট জ্ঞানও লাভ করতে পারে। যিনি ডাক্তার, তিনি যেন তার ডাক্তারি বিষয়ে, বিশেষ করে মহিলাদের পর্দাবিষয়ক, মহিলাদের চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয়গুলো, সৌন্দর্যবর্ধনে করা সার্জারির হুকুম-আহকামসহ বিবিধ বিষয় সম্পর্কে অবশ্যই জেনে নেন। এমনকি গবেষণাসংক্রান্ত, জিন, প্রজনন শাস্ত্র, অঙ্গ প্রতিস্থাপন ইত্যাদির শরয়ি হুকুম-আহকাম সম্পর্কেও তাকে জানতে হবে।

এমনিভাবে একজন শিক্ষকেরও অবশ্য কর্তব্য যে, ফিকহ শাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নেওয়া। বিশেষ করে ছাত্রদের মাঝে বিচারসংক্রান্ত বিষয়গুলো, যেগুলো দ্বারা তিনি তার ছাত্রদের মাঝে ন্যায়বিচার করতে পারবেন। আবার একজন অধ্যক্ষের জন্য অবশ্য কর্তব্য যে, পরিচালনার বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে নেওয়া। বিশেষ করে সকলের অধিকার, সকলের সাথে কৃত অঙ্গীকার, ছাত্রদের শাস্তি প্রদানবিষয়ক, শাস্তি দেওয়ার হুকুম-আহকাম, কতটুকু শাস্তি দেওয়া জায়িজ, কতটুকু স্বাভাবিক, কতটুকু ন্যায়সংগত, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নিয়মকানুন নির্ধারণ করা, কীভাবে বিষয়াদি বিচার করা হবে ইত্যাদি বিষয় জানা তার জন্য অপরিহার্য।

এমনিভাবে একজন ব্যবসায়ীর কর্তব্য হলো, ব্যবসাসংক্রান্ত শরয়ি সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। বেচাকেনা, বন্ধক, আমানত, ঋণ, ব্যবসায়িক চুক্তি, ব্যবসায়িক বিমা করা না করা, ব্যাংক-খাতা খোলা না খোলা ইত্যাদি সকল বিষয় তাকে জানতে হবে। আপনারা এমন অনেক ব্যবসায়ীকে দেখেছেন যে, তারা ঠিকমতো জাকাত দেয় না। তাকে জিজ্ঞেস করলে বলে, 'আমি তো জাকাতের পরিমাণের চেয়েও অনেক বেশি সদাকা করি। তাহলে জাকাত আর কেন দেবো? আমি এত মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা জাকাতের পেছনে ব্যয় করতে পারব না।' তাদের অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা, সম্পদের মোহ জেঁকে বসেছে, তাদের অন্তরের গভীরে রয়েছে দুনিয়া ও সম্পদের ভালোবাসা। এমন হলে তারা কীভাবে মিলিয়ন মিলিয়ন জাকাতের টাকা প্রদান করবে? তারা এমন কৃপণতা করে এটা ভাবে যে, তাদের জন্য এসব টাকা-পয়সা কল্যাণকর হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

> 'বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যেসবে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে।'[১৩]

১৩. সুরা আলি ইমরান : ১৮০

হে ভাই, ব্যস্ততার কথায় আসি এবার। ইলমে আত্মনিয়োগ করে যেন ব্যক্তি আত্মতৃপ্তি ও পূর্ণতা অনুভব করে। অনেক মানুষ এমন আছে, তারা তাদের জীবনকে একই ধাঁচে চালিয়ে আসছে। তাদের একেক জনের বয়স যদি হয় ত্রিশ, তবে প্রকৃতপক্ষে তাদের বয়স এক বছর। কেননা, তারা একটি বছরকেই ত্রিশ বছর ধরে জীবনযাপন করে আসছে। তাদের জীবনে না কোনো নতুনত্ব এসেছে, না এসেছে কোনো অভিনবত্ব, না আছে কোনো উন্নতি বা উৎকর্ষ। অভিধানপ্রণেতা ফাইরুজাবাদি রহ. বলতেন, 'আমি তো দৈনিক ২০০ লাইন মুখস্ত না করে ঘুমাতাম না।'[১৪]

আবু ইসহাক আল-হারবি রহ. আহমাদ রহ. সম্পর্কে বলেন, 'আমি তাঁকে সব সময় এমন দেখতাম যে, তিনি গত দিনের চেয়ে আজ আরও বেশি পরিশ্রম করেছেন।'

কতক ব্যবসায়ী ছিলেন, তারা ফজরের পরপরই তাদের দোকান খুলতেন। এরপর কুরআনে কারিমের মাসহাফ খুলে তিলাওয়াত শুরু করতেন। যতক্ষণ গ্রাহক না আসত, ততক্ষণ তাদের তিলাওয়াত চলতে থাকত। গ্রাহক এসে চলে গেলে আবার আগের মতো তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকতেন। আর এটা তাদের বাপ-দাদাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমল ছিল। এমন কতিপয় লিমুজিন-ড্রাইভার আছেন, যারা মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত গাড়ি বন্ধ রেখে মসজিদে চলে যান। এখনো এমন ড্রাইভার এ মসজিদে আছেন।

---

১৪. আল-কামুসুল মুহিত

মুসা আ. তাঁর জাতির নবি ছিলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, সমুদ্রের কিনারে এক লোক আছেন। যিনি তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তখন তিনি বনি ইসরাইলদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাছে ছুটে গেলেন। অবশ্যই তা আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার পর হয়েছে। আর এই সফরে তাঁকে অনেক কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত ইরশাদ হচ্ছে :

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا

'যখন তারা আরও অগ্রসর হলেন, মুসা তাঁর সঙ্গীকে বললেন, "আমাদের নাশতা নিয়ে এসো, আমরা এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি।"'[১৫]

ذَرِيني أَنَلْ ما لا يُنَالُ مِنَ العُلَى
فصَعْبُ العلى في الصّعب وَالسهلُ في السهلِ
تُرِيدينَ إِدْرَاكُ المَعَالِي رَخيصَةً
وَلا بُدّ دونَ الشّهدِ من إبَرِ النّحلِ

'ছেড়ে দাও আমায়, আমি অনর্জিত
উচ্চতায় আরোহণ করব,

অনন্য উচ্চতায় আরোহণ করা

১৫. সুরা আল-কাহফ : ৬২

কষ্টসাধ্য, কিন্তু সমতল ভূমিতে চলা
খুবই সহজ,

তোমরা অনেক সস্তায় মর্যাদার
উচ্চাসনে সমাসীন হতে চাও,

অথচ, (তোমরা যেন জানোই না যে,)
মৌচাকের মধু পেতে হলে মৌমাছির
হুল খেতে হয়।'

সময় না পাওয়ার অর্থ এ নয় যে, জ্ঞান অন্বেষণ থেকে দূরে থাকব

যদি কেউ দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য সময় বের করতে না পারে, তবুও তার জ্ঞানার্জনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি। আর যদি কেউ এর জন্য পরিপূর্ণ সময় নির্ধারণ করতে না পারে অথবা আলিমদের মজলিসে বসার সুযোগও তার না মিলে, তাহলে সে অবশ্যই নিজের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবে। যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব হবে, ততটুকু করবে। কারণ, যদি সম্পূর্ণটা সে নাও পায়, তবে কিছুটা হলেও তার পাওয়া হবে।

আমরা জানি—অনেক সাহাবি, তাবিয়ি, তাবে' তাবিয়ি ও মুহাজির নিজের, সন্তান-সন্ততির ও পরিবারের নানা ব্যস্ততা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও ইলম অর্জন ছেড়ে দেননি। তাদের ব্যবসা তাদের সারা জীবন ব্যস্ত

করে রাখেনি। কিন্তু তারা প্রত্যেকে যে ব্যবসা করতেন, বিষয়টা এমনও নয়।

আবু হুরাইরা রা. সারা জীবন কখনো ব্যবসা করেননি। তিনি বলেন :

إِنَّ إِخْوَانَنَا الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ

'আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে বাজারের ব্যবসা ব্যস্ত করে রাখত। আর আনসার ভাইয়েরা খেত-খামারি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আর আবু হুরাইরা সর্বাবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে থাকতেন, তাঁর কাছে খাবার খেতেন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এমন সময় থাকতেন, যে সময় অন্যরা থাকতেন না, ফলে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এমন অনেক আমলই দেখতেন, যা অন্যরা দেখতেন না এবং এমন সবকিছু মুখস্থ করতেন, যেগুলো অন্যরা মুখস্থ করতে পারতেন না।'[১৬]

---

১৬. সহিহুল বুখারি : ১১৮

অনেকে আবু হুরাইরা রা.-এর ব্যাপারে বলতে পারেন যে, তিনি এত দেরিতে ইসলাম গ্রহণ করে কীভাবে এত বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন?

সেটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তিনি তার পুরো সময়টাই ইলমের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

যাদের ব্যস্ততা আছে, তারা প্রতিদিন কুরআনের একটি পাতা পড়তে পারেন। প্রতিদিন একটি আয়াতের তাফসির দেখতে পারেন। প্রতিদিন একটি করে আয়াতের হিফজ করতে পারেন। হাঁটার সময়টা কাজে লাগাতে পারেন। বিশেষ করে, যে সকল শহরে জ্যাম আছে, সেখানে দেখা যায় গাড়িতে বসে বসে দু-তিন ঘণ্টার মতো সময় কেটে যায়। এমন সময়গুলোকে কাজে লাগানো যায় কুরআন তিলাওয়াত করে, দ্বীনি বই পড়ে। বাসায় আসা-যাওয়ার পথে ইলমি আলোচনা শোনা যায়। কিন্তু হায়, আমার মুসলিম ভাইয়েরা গাড়িতে বসে বসে কিংবা হাঁটতে হাঁটতে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে কী শুনছে!?

প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞানার্জন

আল্লাহ তাআলা আমাদের আধুনিক এসব যন্ত্র কেন দান করেছেন? কেন এগুলো আমাদের জন্য সহজলভ্য করলেন? আমাদের কাছে বর্তমানে ইলেক্ট্রিক অনেক ডিভাইস আছে। আপনার কাছে টেপরেকর্ডার আছে,

টেপ আছে, সিডি-ভিসিডি আছে, আছে বিভিন্ন রকমের প্লেয়ার। এমপি থ্রি'র মাধ্যমে দরস শোনার সুযোগ আছে। এমনকি দরস যদি ভিডিও আকারে থাকে, তবে এমপি ফোর আছে। এ সকল প্লেয়ার গাড়িতেও চালানো যায় খুব সহজে। এরপর আরও রয়েছে এফ এম রেডিও। আরও আছে লম্বা লম্বা এমএমএস দেখার পদ্ধতি। এসব আধুনিক আসবাবগুলো আজ আমাদের হাতের মুঠোয়।

এখন আমাদের হাতে হাতে টাচ স্ক্রিন ফোন। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে আমরা যেকোনো কিছুই ব্রাউজ করতে পারি সহজে। এগুলোর মাধ্যমে আপনি সহজে বিপুল পরিমাণ কিতাব পড়তে পারেন। এখন তো অনেক মোবাইলেই সহজে এমন ইলেকট্রনিক কিতাব পড়া যায়। এসবের মধ্যে যেমনিভাবে পুরো দুনিয়া ঢুকে আছে, তেমনই ইলমের বিশাল বিশাল সমুদ্রও ঢুকে আছে।

এগুলোর জন্য আবার বিশেষ ডিভাইসও আছে। বর্তমানে এমাজন ইলেকট্রনিক বই বের করেছে, যা হাতের তালুতে সহজেই ধারণ করা যায়। এ ইলেক্ট্রনিক বইয়ের পাতা সূর্যের প্রখর কিরণের নিচেও পড়তে অসুবিধে হবে না।

এ সকল মনিটরসমৃদ্ধ ডিভাইসগুলো আরও উন্নতি করছে। এগুলোকে অচিরেই ফোল্ড করে, ভাঁজ করে রাখার প্রযুক্তি আসছে। এমনকি ল্যাপটপের মনিটরকেও। সামনে এমনও নতুন আবিষ্কারের কথা উৎপাদনকারীরা বলছে যে,

এমন মনিটরসমৃদ্ধ ডিভাইস আসবে, যা হাতের কব্জিতে লেপটে নেওয়া যাবে। ইলম তো আল্লাহরই কাছে, কিন্তু এসব তো কেবল মাধ্যম। এসব তো আমাদের জন্য ইলম গ্রহণ করা অতি সহজ করে দিয়েছে। যে ব্যক্তি যে কাজে ব্যবহার করে, সে তেমনই ফল পাবে। কিন্তু আমাদের উচিত এগুলোকে আমাদের অধ্যয়নের কাজে লাগানো। এগুলোর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যেমে আমরা দ্বীনি ইলম হাসিল করতে পারি।

অনেক ওয়েব সাইট-ই আছে যেগুলো থেকে অডিও, ভিডিওসহ বিভিন্ন কন্টেন্ট মোবাইলে ডাউনলোড করে রাখা যায়। বর্তমানে তো অনেক অনলাইন ইউনিভার্সিটিও আছে, যেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। অনলাইনভিত্তিক অনেক ইউনিভার্সিটি আছে, যেগুলো ধনী ছাত্রদের থেকে পাঠ্য উপাদান নিয়ে দরিদ্র ছাত্রদের প্রদান করে থাকে।

এ ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় অপেক্ষা করার ক্ষেত্রগুলোতে, অপেক্ষার সময়গুলোতে; যেমন : হাসপাতাল, গাড়ির জন্য অপেক্ষা ইত্যাদি জায়গায় আমরা আমাদের এমন সময়গুলোকে কাজে লাগাতে পারি। তখন আমরা পকেট থেকে মোবাইল বা ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ খুলে বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করতে পারি।

এমনিভাবে আমরা IPTV প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্প্রচার দেখতে পারি। আবার সে সম্প্রচারকৃত

দরসটি ল্যান পদ্ধতিতে ওয়াইফাই সংযুক্তির মাধ্যমে সহজেই সার্ভার থেকে ডাউনলোড করতে পারি। যাকে বলা হয়—Video on demand (VOD)। যতটুকু আপনার দরকার পড়ে, ততটুকু আপনি ডাউনলোড করতে পারেন সহজেই। যেটা সম্প্রচারিত হয়ে গেছে, সেটা ওখানে স্টোর করা থাকে। আপনি কেবল আপনার পছন্দসই ইলমের প্রোগ্রামটা নির্বাচন করে দেখতে বা ডাউনলোড করতে পারেন। IPTV প্রযুক্তিকে সুবর্ণ একটা সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানো যায়। কারণ, এর মাধ্যমে বিভিন্ন ইলমি চ্যানেল তৈরি করা সম্ভব। মোবাইল দিয়েই এমন চ্যানেল তৈরি করা যায়, যেমন নাকি আমরা টেলিভিশনের মাঝে দেখে থাকি।

বিভিন্ন শাইখের অনেক ইলমি আলোচনাই তো রয়েছে এ সকল চ্যানেলে। আমরা সেগুলোকে বিভিন্ন স্থানে আপলোড করে, ক্লাউড স্টোরেজে সংরক্ষণ করে, কিংবা আমাদের কাছে দ্রুত পদ্ধতিতে ডাউনলোড করে রাখতে পারি। আজকাল তো ডাউনলোড স্পিড অনেক বেশি। তাই অপেক্ষা করার ঝামেলাটি আর থাকছে না।

আবার দেখুন, গুগল অ্যানড্রয়েড ফোন তৈরি করে বাজারজাত করছে। এর মাধ্যমে আমরা সহজেই কোনো কিছু ব্রাউজ করতে পারি, পড়তে পারি, কোনো কিছু সার্চ করে বের করতে পারি। ম্যাক কোম্পানি থেকে আইফোন বেরিয়েছে, যা দ্বারা একই কাজ করা যায় সহজে।

এখন এসব ডিভাইসের মধ্যে সহজেই হাজার হাজার পৃষ্ঠা ডাউনলোড করে রাখা যায়। আজ আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যখন সংরক্ষণ পদ্ধতি অনেক উন্নত ও দ্রুতগতির। তা ছাড়া দিনদিন তো এমন অনেক গবেষণার ডিভাইস আসছেই। এগুলো যদি আমরা সঠিক কাজে ব্যবহার করতে না পারি, তবে এগুলোর অর্থ কী? ধরুন, ল্যাপটপ। এর মাঝে দুটা হার্ডডিস্ক আছে। দুই টেরাবাইট হার্ডডিস্ক তো অনেক বিশাল। এর মাঝে আপনি বহু কিতাব, দরসের অডিও-ভিডিও রাখতে পারবেন অনায়াসে।

আরও আছে মাকতাবাতুশ শামিলা। এটি তো আজ সহজলভ্য। এমনকি এ ইলেক্ট্রনিক মাকতাবাতে আসল কিতাবের প্রতিলিপিও আছে। যদি আপনার কাছে টেক্সট ভার্সনে কোনো সন্দেহ দেখা দেয়, তবে আপনি সহজেই আসল নুসখা দেখে প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন।

আমরা সহজেই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের সময়কে কাজে লাগিয়ে ইলম অর্জন করতে পারি। এ ক্ষেত্রে ব্যস্ততা থাকা না থাকার ওজর একেবারেই অনর্থক-অযৌক্তিক।

দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও পরিপূর্ণ নিয়ত

কিন্তু হে ভাই, সমস্যা হচ্ছে সাহস ও নিয়ত নিয়ে। আল্লাহর শপথ, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, বিশুদ্ধ নিয়ত, সঠিক

পদক্ষেপ, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা, সময়ের প্রতি গুরুত্ব, সুস্থতা ও কর্মোদ্যমের সময়কে গনিমত মনে করা, গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সঠিক সময়ে সম্পাদন করা, ছুটে যাওয়া কাজকে পরবর্তী সময়ে আদায় করে নেওয়া, সময়মতো কাজ করা, আধুনিক আবিষ্কারগুলোকে কাজে লাগানো, দুশ্চিন্তার পূর্বের অবসর সময়কে কাজে লাগানো, পরস্পরকে সাহায্য করা, খারাপ ও অলসদের থেকে দূরে থাকা, যেকোনো কাজে যেকোনো জায়গায় অপেক্ষার সময়গুলোকে কাজে লাগানো, চিন্তা-গবেষণার সাথে মুতালাআ করা—যদিও তা অনেক লম্বা সময় নেয়, তবুও আপনি আপনার মস্তিষ্ককে কাজে লাগালেন—বিলম্ব না করে কাজ শুরু করে দেওয়া, দীর্ঘসূত্রতা করে কালক্ষেপণ না করার মতো ইত্যাদি মহৎ গুণগুলো এবং এই ইচ্ছাশক্তিগুলো আমাদের মাঝে থাকতে হবে। এই যুগে এসে আমাদের ইলম অর্জনের জন্য কোনো উপকরণের কমতি নেই। প্রযুক্তি সবগুলোকেই সহজ করেছে। আমাদের ওপর আল্লাহর প্রমাণ আরও অধিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের সালাফ তো ইলম অন্বেষণ ও আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে দৃঢ় ইচ্ছশক্তির অধিকারী ছিলেন। আমাদেরও তাদের মতোই হতে হবে।

একব্যক্তি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি এর বলেই অনেক ইলম অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তার একটি রুটির কারখানা ছিল। সেখানে তিনি সকাল চারটা

হতে মাগরিবের আগ পর্যন্ত কাজ করতেন। কারখানাটি ছিল অন্ধকার পাতাল কক্ষের মতো। প্রচণ্ড গরমও ছিল সেখানে। এসব কঠিন অবস্থায়ও তিনি সেখানে থেকে ওরশ ও হাফসের কিরাতে পবিত্র কুরআন হিফজ করেছেন। 'কিতাবুত তাওহিদ', 'সুল্লামুল উসুল', 'বাইকুনিয়াহ', 'আল-আরবাউনান নাবাবিয়্যাহ', 'আল-আজরুমিয়্যাহ', 'আল-উসুলুস সালাসাহ', 'মাতনু তুহফাতিল আতফাল', 'উমদাতুল আহকাম', 'আল-জাজরিয়্যাহ' ও 'মিলহাতুল হারিরি' ইত্যাদি কিতাব তিনি আয়ত্ত করে ফেলেছেন জীবিকার জন্য তার এত ব্যস্ততা থাকা ও এত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও।

একবার চিন্তা করে দেখুন, **'একজন রুটি তৈরিকারী। অন্ধকার পাতাল কক্ষে বসে এত অধিক গরমের মাঝে। মুতালাআ করে চলছিলেন এতগুলো কিতাব! তার ওপর দু'কিরাতে কুরআনের হিফজ!'**

যখন আমরা কিছু লোকের প্রতি লক্ষ করি, যেমন কিছু বিদেশী শ্রমিকের কথা বলি, তারা হাঁটা-চলার সময় ও তাদের কর্মক্ষেত্রে যেন তাদের অবশ্যই মিউজিক শুনতেই হবে। তারা মিউজিক শোনার যন্ত্রকে কোমরে রাখে, কানে রাখে ইয়ারফোন। আর নির্দ্বিধায় মিউজিক শুনতে থাকে। আশ্চর্য! আমরা যারা নিজেদের খাইরে উম্মাহ দাবি করি, যারা বলি, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান রাখি, সেই আমরা কেন এই সময়গুলোকে কাজে

লাগাই না? অথচ এখন টেকনোলজির কারণে ইলম অর্জন করা একেবারেই সহজ! কোথায় হারিয়ে গেল আমাদের বোধশক্তি?

উমর রা. বলেন, 'যেদিন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে যেতাম, সেদিনের সকল খবরাখবর (ইলম, ওহি) আমি তাকে (তাঁর এক নির্ধারিত সাথি) জানাতাম। যেদিন সে যেত, সেও এসে আমাকে সেদিনের সবকিছু জানাত।'

সাহাবায়ে কিরাম ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহায়তা করতেন। তাঁরা এটিকে মূলনীতি বানিয়ে নিয়েছিলেন। একে অপরকে ইলম শেখার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। অনেক শাইখ তো এমন ছিলেন যে, তাঁরা অনেক ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও পবিত্র কালামে মাজিদকে বারবার হিফজ থেকে পড়ে পুনঃনিরীক্ষণ করতেন, একজন অপর জনেরটা শুনতেন। তারা শুরু থেকে নতুন করে আবার ইলম অন্বেষণে আগ্রহী ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

'পাঁচ জিনিস আসার আগে পাঁচ জিনিসকে গনিমত মনে করো। ১. তোমার বার্ধক্য আসার

আগে যৌবনকে, ২. অসুস্থতা আসার আগে সুস্থতাকে, ৩. দারিদ্র্য আসার আগে সচ্ছলতাকে, ৪. ব্যস্ততা আসার আগে অবসরকে ৫. এবং মৃত্যু আসার আগে জীবনকে।'[১৭]

ইবনুল জাওজি রহ. বলেন, 'আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম। বয়স প্রায় ছয়। ছোট থাকলেও আমার ছিল দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও উচ্চ মনোবল। আমি ছিলাম বড় শিশুদের সহপাঠী। আমি জামিআর খোলা ময়দানে গিয়ে খুঁজতাম যে, মুহাদ্দিসগণ কোথায় হাদিসের দরস দিচ্ছেন। অতঃপর আমি তাদের দরসে উপস্থিত হতাম এবং যা শুনতাম সবই মুখস্ত করে নিতাম। তারপর বাড়িতে গিয়ে সেগুলো লিখে রাখতাম।'

উমর রা. বলেন :

تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا

'নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্বেই ইলম অর্জন করে নাও।'

আর ইমাম বুখারি রহ. বলেন :

وَبَعْدَ أَنْ تُسَوَّدُوا

'নেতা নির্বাচিত হওয়ার পরেও জ্ঞানার্জন চালিয়ে যাও।'[১৮]

---

১৭. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪/৩০৬
১৮. সহিহুল বুখারি : ১/২৫

খাল্লাল রহ. বলেন, 'একদা একব্যক্তি ইমাম আহমাদ রহ.-কে বললেন, "আমি ইলমে দ্বীন অর্জন করতে চাই। কিন্তু আমার মা আমাকে নিষেধ করছেন। তিনি চাইছেন, আমি যেন ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে থাকি।" তখন ইমাম আহমাদ রহ. লোকটিকে বললেন, "তুমি তোমার বাড়িতেও থাকবে (মায়ের কথা মানবে) এবং ইলম অন্বেষণও করবে।"'

ইলমে দ্বীনের জন্য কষ্ট সহ্য করা ও ধৈর্যধারণ করা

ইলমে দ্বীন হাসিলের জন্য অবশ্যই ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা থাকতে হবে। কেননা, ইলম কখনো নিজ থেকে চলে আসবে না। এ জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। কবি বলেন :

دَبَبْتَ لِلْمَجْدِ وَالسَّاعُونَ قَدْ بَلَغُوا

جَهْدَ النُّفُوسِ وَأَلْقَوْا دُونَه الأُزُرَا

فَكَابَدُوا الْمَجْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُمْ

وَعَانَقَ الْمَجْدَ مَنْ أَوْفَى وَمَنْ صَبَرَا

لَا تَحْسَبِ الْمَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ

لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبِرَا

'তুমি মর্যাদার জন্য হামাগুড়ি দিচ্ছ,
অথচ প্রচেষ্টাকারীরা

করে গেছে প্রচণ্ড পরিশ্রম, ফেলে
দিয়েছে লুঙ্গির গিঁট।

তারা মর্যাদা পেতে সংগ্রাম করে
অধিকাংশই হয়ে পড়েছে ক্লান্ত-শ্রান্ত

অবশেষে যারা পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে
এবং ধৈর্যধারণ করেছে তারাই মর্যাদার
দেখা পেয়েছে।

মর্যাদাকে এমন কোনো খেজুর ভেবো না,
যা তুমি চাইলেই খেয়ে ফেলতে
পারবে।

মর্যাদার উচ্চাসনে তো তুমি তখনই
উঠতে পারবে, যখন ধৈর্যের পূর্ণ স্বাদ
আস্বাদন করবে।'

ইলম অন্বেষণকারীরা যেন ইলম অন্বেষণে মনোযোগী হতে পারে, সে ক্ষেত্রে সামর্থ্যবানদের করণীয়

জনৈক আলিমের এক ভাই ছিল। এ ভাইটি তার ব্যয়ভার বহন করত। ভাইটি তাকে বললেন, 'তুমি ইলম অন্বেষণ করতে থাকো। আমি তোমার পাশে থাকব।'

ইলম অন্বেষণকারীদের ক্ষেত্রে ধনী ও সম্পদশালীদের ভূমিকা হলো, তারা ইলম অন্বেষণকারীদের সকল ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করবে। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছাত্র, মেধাবী, প্রখর স্মৃতিশক্তিধারী, অনুধাবনকারী, ইজতিহাদ-ইসতিনবাত করতে সক্ষম, বিশেষ দিকের যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্ররা অন্য কাজ ও পরিশ্রম থেকে মুক্ত থাকবে। কেননা, তারা যদি অন্য দিকের পরিশ্রম করে, চাকরি করে বা কোনো অফিসে বসে বসে কেরানির কাজ করে, তাহলে তা উম্মাহর জন্য (ইলম প্রচার-প্রসারের কাজে) বিরাট ক্ষতি ও বিঘ্নতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বরং তাদের কর্তব্য হবে, কুরআন-সুন্নাহ অনুধাবনে সময় ব্যয় করা। আর ধনী ও সম্পদশালীদের দায়িত্ব হবে, এ সকল তালিবে ইলমের ব্যয়ভার বহন করা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ
خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

> ‘যে ব্যক্তি কোনো যোদ্ধাকে প্রস্তুত করে দেয়, তাহলে যেন সেও যুদ্ধ করল। যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত কোনো মুজাহিদের পরিবারে কল্যাণ নিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহলে সেও যেন যুদ্ধ করল।’[১৯]

ইমাম তাবারি রহ. এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘যদি কেউ কোনো মুমিন ব্যক্তিকে কল্যাণকর কাজে সহায়তা করে, তাহলে সেই ব্যক্তির সমান প্রতিদান সহায়তাকারীও পাবে। তাই যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, কোনো হাজি বা উমরাকারীকে সাহায্য করবে, কোনো তালিবে ইলমকে সহায়তা করবে; তাহলে সেও অনুরূপ সাওয়াব লাভ করবে।’

বর্তমানে আমাদের এই ব্যস্ততার যুগে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, পড়ালেখা ইত্যাদি নানান ব্যস্ততায় থাকি, আবার অনেককে পরীক্ষাগারে ও গবেষণায় নিবেদিত দেখা যায়। তারা তাদের কাজকর্মে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত। তাদের নিকট কোনো শরয়ি মাসআলার আলোচনা পৌঁছায় না। অন্যদিকে কিছু মানুষকে দেখা যায়, তারা অহেতুক গল্পগুজবে লিপ্ত, দোকানে বসে বসে আড্ডায় সময় কাটিয়ে দেয়। এভাবে তারা নিজেদের অনেক সময় নষ্ট করে চলে। এদের অবশ্যই অবশ্যই তড়িৎ প্রতিরোধ করতে হবে, যেন তারা দ্বীনি ইলমে প্রবৃত্ত হন। এ ক্ষেত্রে

---

১৯. সহিহুল বুখারি : ২৮৪৩

আমাদের অবশ্যই প্রচেষ্টাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। আমাদের প্রচেষ্টা হবে :

প্রথমত : দৃঢ় মনোবল থাকতে হবে

সালাফের ঘটনাগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা-গবেষণা করতে হবে, তাহলে আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি এক প্রকারের ঈর্ষা জাগ্রত হবে। এ ঈর্ষা আমাদের কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আনন্দ-উপভোগ একটা সীমায় বন্ধ করতে হবে।

কবি বলেন :

سَهَرِي لِتَنْقِيحِ العُلُومِ أَلَذُّ لي

مِنْ وَصْلِ غَانِيَةٍ وَطِيبِ عِنَاقِ

وصريرُ أقلامي على صفحاتها

أحلى من الدَّوكاءِ للعشاقِ

وَأَلَذُّ مِنْ نَقْرِ الفتاة لِدُفِّهَا

نقري لألقي الرَّملَ عن أوراقي

وتمايلي طرباً لحلِّ عويصةٍ

أحلى وأَشْهَى مِنْ مُدَامَةِ سَاقِ

أأبيتُ سهرانَ الدُّجا وتبيتهُ

نَوْماً وَتَبْغِي بَعْدَ ذَاكَ لِحَاقِي؟

'কোনো রূপবতী নারীর সাথে মিলিত হয়ে উষ্ণ আলিঙ্গনের চেয়ে আমার কাছে জ্ঞানার্জনের জন্য রাত্রি জাগরণ অধিক উপভোগ্য।

কাগজের ওপর কলমের খচখচ শব্দ আমার কাছে প্রিয়তমের সুললিত কণ্ঠের ঝংকারের চেয়েও অধিক শ্রুতিমধুর।

ললনাদের তবলা বাজানোর চেয়েও আমার নিকট আমার বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টানো অধিক মজাদার।

কোনো কঠিন বিষয়ের সমাধান করে আনন্দে দুলে ওঠা আমার কাছে শরাব পানের চেয়েও বেশি মধুর, অধিক প্রিয়।

আমি রাতের আঁধার না ঘুমিয়ে কাটাই, আর তুমি কাটাও ঘুমিয়ে; তারপরও তুমি আমার মতো হওয়ার আশা করো কীভাবে?'[২০]

---

২০. উলুউল হিম্মাত : ১৬৮

ইবনুল জাওজি রহ. বলেন, ‘আমি আমার হিম্মতের প্রতি লক্ষ করে আশ্চর্য হলাম। আমি যেই ইলম অর্জন করার সক্ষমতা বা সম্ভাবনা দেখি না, সেই ইলম অর্জন করার জন্য আমি অবশ্যই আশা করি। কারণ, আমি সকল প্রকার ইলমে দক্ষতা অর্জন করতে চাই। সকল ফন বা বিষয়কে খতিয়ে দেখতে চাই। আমি আমার প্রতিটি নিশ্বাসকেও হিফাজত করি, যেন একটি নিশ্বাস অহেতুক নষ্ট না হয়। আর কারও জন্য নিজ সময়কে অনুপকারী কাজে ব্যয় করা বৈধ নয়।’[২১]

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, ‘আমি এমন লোককে দেখেছি, যে মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে আছে, প্রচণ্ডভাবে জ্বরে আক্রান্ত সে। আর তার মাথার পাশে কিতাব রাখা আছে। যখনই তার চেতনা ফিরে আসে, তখনই তিনি কিতাব মুতালাআ শুরু করেন।’[২২] (হয়তো তিনি নিজের কথাই বলেছেন।)

আমরা সালাফের ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, তারা তাদের প্রত্যেকটি মুহূর্তের সংরক্ষণ করতেন, কেউ অসুস্থ হলেও একটু সুযোগ পেলেই অধ্যয়নে লেগে যেতেন। যদি আমাদের মধ্যকার কোনো ব্যস্ত ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করতে চায়, আর সে এর জন্য কোনো চেষ্টা বা কষ্টই না করে, তাহলে তার উদ্দেশ্য আর কবেই বা অর্জিত হবে?

---

২১. সাইদুল খাতির : ২৫১

২২. রওজাতুল মুহিব্বিন ও নুজহাতুল মুশতাকিন : ৭০

কবি বলেন :

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا
إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ

'তুমি সফলতা চাও, অথচ সফলতার
রাজপথে পথ চলো না,

জেনে রেখো, জাহাজ কখনো শুকনো
জায়গায় চলে না।'

ব্যস্ততার অবশ্যই একটা সীমা এঁকে দিতে হবে। যতটুকু ব্যস্ততায় যথেষ্ট হবে, ততটুকু ব্যস্ততা থাকবে অন্য কাজে। আর বাকি সময়গুলো আল্লাহর ইবাদত, দ্বীনি ইলম শেখার কাজে ব্যয় করবে এবং এর জন্য অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। কবি বলেন :

ومن رام العلوم بغير كد
سيدركها إذا شاب الغراب

'যে কোনো পরিশ্রম ছাড়াই ইলম
পাওয়ার আশা করে,

যদি কাক কোনোদিন শুভ্রকেশী হয়,
তবেই সে তা পেতে পারে।'

কাকের কেশ কখন শুভ্র বা সাদা হবে? আমরা তা জানি না। তাই এক কথায় কষ্ট ব্যতীত ইলম পাওয়ার আশায় গুড়ে বালি।

আমরা যেমন দিনে ২৪ ঘণ্টা পেয়ে থাকি, তেমনই সফল ব্যক্তিগণও ২৪ ঘণ্টাই পান। তারা এক সেকেন্ডও বেশি পান না। তবে তারা এর সঠিক ব্যবহার করতে জানেন। কিন্তু একজন অলস-অকর্মণ্য কীভাবে তার সঠিক ব্যবহার জানবে?

কিছু তালিবে ইলম আছে এমন, যাদের কাছে দৈনন্দিন কুরআন তিলাওয়াতের নির্দিষ্ট কিছু অংশ থাকে, সে তা তিলাওয়াত করে। আবার তার অন্য ব্যস্ততাও থাকে, কারণ সে যেমন ছাত্র, তেমনই সে আবার চাকুরে। আবার দিন শেষে সে শাইখের দরসেও উপস্থিত হয়। তাকে পরিবারের প্রয়োজন পূরণ করতে হয়। স্ত্রীর হকও সে আদায় করে, আবার আত্মীয়তার বন্ধনও ঠিক রাখে। এসবই একেকটি ব্যস্ততা। তাও সে ঠিকমতোই তার প্রথম পরিচয়, তার ছাত্রত্বের পরিচয় ধরে রাখে।

সময়ে বরকত

ইবরাহিম আল-হারবি রহ. বলেন, ‘সকল উম্মতের প্রাজ্ঞজন এ কথায় একমত যে, “সুখে থেকে সুখ অর্জন করা যায় না। তাই তুমি যদি সুখ চাও। যদি তুমি আখিরাতের সুখ চাও; তাহলে তো দুনিয়াতে সুখ করলে তা মিলবে না।”’

মাসরুক রহ. একদা একটি আয়াতের তাফসির জানার জন্য বসরায় গেলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, যিনি এই আয়াতের তাফসির করেছেন, তিনি শামে আছেন। এ কথা শুনে বাহন প্রস্তুত করে এবার তিনি শামের দিকে রওয়ানা করলেন। অবশেষে উক্ত আয়াতের তাফসির জানলেন।

তাই যে ইলমের স্বাদ পায়, তার কাছে অন্য কিছুর স্বাদ নস্যি মনে হয়। কবি বলেন :

فَلَو قَد ذُقتَ مِن حَلواهُ طَعماً

لَآثَرتَ التَعَلُّمَ وَاِجتَهَدتا

وَلَم يَشغَلكَ عَنهُ هَوى مُطاعٌ

وَلا دُنيا بِزُخرُفِها فُتِنتا

وَلا أَلهاكَ عَنهُ أَنيقُ رَوضٍ

وَلا خِدرٌ بِرَبرَبِهِ كَلِفتا

فَقوتُ الروحِ أَرواحُ المَعاني

وَلَيسَ بِأَن طَعِمتَ وَأَن شَرِبتا

'যদি তুমি ইলমের স্বাদ একবার পেতে,

তাহলে শুধু পড়ালেখার মেহনতেই

থাকতে, এ নিয়েই সাধনা করতে।

তোমার প্রবৃত্তি বা দুনিয়ার মোহ-মায়া
ফিতনায় ফেলে তোমাকে তা থেকে
বিরত রাখতে পারত না।

মনোহর বাগান তোমাকে তা থেকে
বিমুখ করতে পারত না,

অন্দর মহলের সৌন্দর্যেও তুমি আকৃষ্ট
হতে না।'[২৩]

'তুমি যদিও কোনো কিছু না খাও,
কোনো কিছু পান নাই করো, তবুও
তাতে কিছু যায় আসে না,

কারণ, কুরআন-হাদিসের মর্মকথাই
তোমার আত্মার আসল খোরাক।'

- ইমাম শাফিয়ি রহ. কে বলা হলো, 'ইলমের প্রতি আপনার বাসনা কতটুকু?'

তিনি বললেন, 'আমি আগে অশ্রুত কোনো অক্ষর যখন শুনি। তখন আমার চাওয়া থাকে, যদি আমার সকল অঙ্গেই কান থাকত, তাহলে আমি সর্বাঙ্গ দিয়ে সে ইলম শুনে উপভোগ করতাম, যেমনই আমার

২৩. দিওয়ানু আবি ইসহাক ইলবিরি : ২৬

কান উপভোগ করে।'

- তাকে বলা হলো, 'ইলমের প্রতি আপনার আগ্রহ কেমন?'

  তিনি বললেন, 'পরিপূর্ণ আগ্রহ। সম্পদের স্বাদ যার ধারে কাছেও নেই।'

- 'ইলম অন্বেষণের জন্য আপনার অনুভূতি কী?'

  তিনি বললেন, 'এমন মায়ের অনুভূতির মতো, যিনি তার একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে খুঁজে ফিরছে।'[২৪]

দ্বিতীয়ত : গুরুত্বপূর্ণটি দিয়ে শুরু করা

- ইমাম মালিক রহ. কে বলা হলো, 'ইলম অন্বেষণের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?'

  তিনি বললেন, 'অনেক ভালো ও সুন্দর কথা। কিন্তু তুমি দেখে নিয়ো, কোনটি তোমার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাগবে। সেটিই তুমি আগে অর্জন করবে আবশ্যিকভাবে।'

কিছু কিছু ইলম আছে যাতে অল্প উপকারিতা রয়েছে। এগুলো অর্জন করা মুসতাহসান। এগুলো অর্জন করা ওয়াজিব নয় বা এগুলো অর্জন করা মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত

---

২৪. মু'জামুল উদাবা : ১/২২

নয়। তাহলে সেটা হারিয়ে গেলে কোনো ক্ষতিও হবে না। তার প্রয়োজনও কম। এতদসত্ত্বেও কিছু মানুষ এসব বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকে তার চেয়ে উত্তম ইলমকে ছেড়ে।

কবি বলেন :

إذا طلبتَ العلم فاعلم أنه
حِمْلٌ فأَبصِر أيَّ شيءٍ تَحمِل
وإذا علمتَ بأنه مُتَفاضل
فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل

'যখন তুমি ইলম তালাশ করো, জেনে নাও—

এটা একটা বোঝা, তাই দেখেশুনে নাও, তুমি কোনটা বহন করছ।

অতঃপর যখন জানবে যে, তা তুলনামূলক নিম্ন,

তখন অন্তরকে ওই ইলমের প্রতি নিবিষ্ট করো, যা সবচেয়ে উত্তম।'[২৫]

খতিবে বাগদাদি রহ. বলেন, 'ইলম এমন সমুদ্রের মতো, যা মেপে দেখা অসম্ভব। এমন সম্পদের খনির মতো, যা

২৫. আল-ইকদুল ফারিদ : ২/৮৪

কখনো ফুরোয় না। তাই ইলমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশে মনোযোগ দাও।'[২৬]

নিঃসন্দেহে দ্বীনি ইলম, তাওহিদ, তাফসির ও হাদিসের ইলমই শ্রেষ্ঠ ইলম। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি নিজেরা ইলমের যে শাখাতে বিশেষজ্ঞ, সে শাখার ইলমকে তারা শ্রেষ্ঠ বলেন। কখনো কখনো তারা তো আশ্চর্যকর সুফল দেখাতেও কার্পণ্য করেন না। তারা ভুলভাল বকে :

فإذا طلبتَ من العلوم أجلّها
فأجلها منها مقيم الألسن

'যখন তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ইলম শিখতে চাও,
(জেনে নাও) শ্রেষ্ঠ ইলম হলো ভাষা ঠিককারী শাস্ত্র।'

অর্থাৎ, ইলমের শ্রেষ্ঠ শাখা হচ্ছে ইলমে নাহু।

এর উত্তরে অন্য আরেকজন লেখেন :

فإذا طلبت من العلوم أجلَّها
فأجلُّها عند التقي المؤمنِ
علمُ الدِّيانة وهو أرفعها

---

২৬. আল-জামি' লি আখলাকির রাবি ওয়া আদাবিস সামি' : ২/২৪৫

لدى كلِّ امرئٍ متيقِّظ مُتَديِّنِ

هذا الصَّحيحُ ولا مقالة جاهلٍ

فأجلُّها منها مُقيمُ الألسنِ

لو كان مهتديا لقال مبادرا

فأجلها منها مقيمُ الأدينِ

'যখন তুমি সর্বোত্তম ইলম শিখতে চাও,
তবে তা রয়েছে মুমিন-মুত্তাকির নিকট।

দ্বীনের ইলমই তো জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ শাখা,
প্রত্যেক ধার্মিক সচেতনেরই তা জানা।

এটাই বিশুদ্ধ কথা, এ যে নয় কোনো
মূর্খের উক্তি যে,
"শ্রেষ্ঠ ইলম হলো ভাষা ঠিককারী
শাস্ত্র!"

যদি সে সঠিক পথপ্রাপ্ত হতো, তাহলে
সবার আগে বলত,

শ্রেষ্ঠ ইলম হলো, যে ইলম দ্বীন ঠিক
করে।'[২৭]

---

২৭. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি : ১/২৪৬

সন্দেহ নেই যে, কিতাবুল্লাহ ও হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোঝার ক্ষেত্রে ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু তা ততটা জরুরি নয়; যতটা জরুরি তাফসির ও হাদিসের জ্ঞান।

ইলমের পাঁচ প্রকার

ইলমকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায় :

প্রথমত : এমন ইলম, যা দ্বীনের প্রাণ। ইলমুত তাওহিদ।

দ্বিতীয়ত : এমন ইলম, যা দ্বীনের খোরাক। তা হলো উত্তম উপদেশ ও জিকিরের ইলম।

তৃতীয়ত : এমন ইলম, যা দ্বীনের জন্য ওষুধতুল্য। তা হলো ইলমুল ফিকহ।

চতুর্থত : এমন ইলম, যা দ্বীনের জন্য রোগতুল্য। তা হলো উম্মাহর পূর্ববর্তীদের মাঝে ঘটিত বিবাদের কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

পঞ্চমত : এমন ইলম যা দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর। তা হলো ইলমুল কালাম ও ইলমুল ফালসাফা বা ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনতত্ত্ব।

যার সাথে বর্তমানের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তাদের চিন্তা-চেতনার মিল থাকার (কারণ, তারা যেদিকে আহ্বান করে এসব শাস্ত্রে এর আলোচনা রয়েছে) কারণে এ দুটির প্রতি

আহ্বানে তাদের অনেক শক্তি ব্যয় করে। তারা ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনতত্ত্বকে পুনরায় তার পূর্বের মর্যাদায় আসীন করতে চায়। কোনো সন্দেহ নেই যে, নব্য এ মুনাফিকরা চায়, প্রবৃত্তি ও সন্দেহকে উসকে দিতে। তাই তারা যুক্তিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনতত্ত্বের পুনঃআবির্ভাবের প্রতি পরস্পরকে আহ্বান করছে। শাইখ ইবনে উসাইমিন রহ. বলেন :

وَبَعْـــدُ فَـالْعِـــلْمُ بُحُـــورٌ زَاخِـرَهْ

لَـــنْ يَبْلُـــغَ الْكَـــادِحُ فِيـــهِ آخِـــــرَهْ

لَكِـنَّ فِـــي أُصُـولِـــــــهِ تَسْـــــهِيلا

لِنَيْلِـــــهِ فَـــاحْرِصْ تَجِــــــدْ سَبِيـــــلَا

اِغْتَنِـــمِ الْقَوَاعِـــــدَ الْأُصُـــــولَا

فَمَـــنْ تَفُتْـــــهُ يُحْـــرَمُ الْوُصُـــولَا

‘পর-সমাচার, ইলম হলো কানায় কানায় পূর্ণ মহাসমুদ্রের মতো।

যার শেষ প্রান্তে পৌঁছা কোনো প্রচেষ্টাকারীর পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে এর মূলসমূহ অর্জন করা যায় সহজে।

চেষ্টা করলে তুমিও তা অর্জনের পথ
পাবে।
তাই মূলনীতি ও রীতিনীতি কাজে
লাগাও,
এটা ছুটে গেলে গন্তব্যে পৌঁছা থেকে
বঞ্চিত থাকতে হবে।'

অবসর আমাদের জন্য গনিমত

যেকোনো ব্যবসায়ী বা চাকুরিজীবীই কিছু অবসর সময় পেয়ে থাকে। যখন বছরে সে একমাসের ছুটি নেয়, তখন তো সময়ের অভাবই হয় না। এ ছাড়া অনেক অবসর সময় তো এমনিই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালীন ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, মাসিক ছুটি ইত্যাদি অনেক ছুটি থাকে। আবার প্রতিদিন ডিউটি শেষ হওয়ার পরও অবসর সময় থাকে। আবার অনেক চাকরিজীবীরা কাজের ফাঁকেও অবসর সময় পেয়ে থাকেন। এ সময় তাদের মধ্যকার কেউ পত্রিকা পাঠ করে, কেউ কুরআন তিলাওয়াত করে, কেউ গান শুনে, কেউ বিভিন্ন ইলমি বিষয় শ্রবণ করে।

আমরা যখন কোনো কিছুর অপেক্ষায় থাকি, তখন এ সময়গুলো আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে যায়। অথচ আমাদের একটুও আফসোস হয় না। কেউ বিমানবন্দরের লাউঞ্জে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন। কারণ, বিমানের শিডিউল লেট হয়েছে। অলস বসে না থেকে পকেট থেকে

মোবাইলটা বের করে কিছু কিতাবাদি পড়ুন। ডিভাইসে এমন কিছু অ্যাপসও আছে, যাতে পূর্বে পড়া বিষয়বস্তুকে বুকমার্ক করে রাখার অপশন আছে, যেন আপনি পুনরায় সেটি পড়তে পারেন। এটাকে কাজে লাগাতে পারেন।

এমনিভাবে মেমোরিতে (বৈদ্যুতিক স্মরণিকা) সে সকল পুস্তক-পুস্তিকা সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন, যা দীর্ঘ এক বছর আগে পড়া হয়েছে। যাতে পুনরায় পড়ে আপনি তা থেকে, আপনার সে গুরুত্বপূর্ণ ও চয়িত কিতাবগুলো থেকে উপকার অর্জন করতে পারেন। এগুলো মস্তিষ্কে ধারণ করার প্রক্রিয়াটি চালাতে পারেন। একবার উপকার নিয়ে আবার তা থেকে উপকার নিতে পারেন।

আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে অনেকেই হাঁটাচলা অবস্থায়ও পড়াশুনা করতেন। আবু বকর বিন খাইয়াত আন-নাহবি রহ. সব সময় পড়ার মধ্যে লেগে থাকতেন। এমনকি তিনি রাস্তায় চলার সময়ও পড়তেন। এর ফলে অনেক সময় তিনি নদীর পাশের খাড়া ঢাল থেকে নিচে গর্তে পড়ে যেতেন।

আর আল্লামা খতিব আল-বাগদাদি রহ. রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ও তার হাতে কিতাবের কিছু অংশ থাকত। তিনি তা পড়তেন।

হিলইয়াপ্রণেতা আবু নুআইম আল-আসবাহানি রহ. পাঠদানে ব্যস্ত থাকতেন। যখন দরসগাহে যাওয়া হতো,

তখনও তিনি পড়াতেন। আবার তিনি যখন বাড়িতে যেতেন, তখনও তাকে পড়িয়ে শোনানো হতো।

রাস্তায় হেঁটে হেঁটে পড়ার কারণে তো সালাব আন-নাহবি রহ.-এর মৃত্যুই ঘটে যায়। জুমার দিন আসরের পর তিনি জামে মসজিদ থেকে বের হয়ে হাঁটছিলেন। তখন তার মধ্যে কিছুটা বধিরতা কাজ করছিল। অনেক কষ্ট করে তিনি কিছুটা শুনতে পেতেন। সে সময় তার হাতে একটি বই ছিল। যেগুলোর দিকে তিনি রাস্তায় হাঁটাবস্থায় তাকাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি ঘোড়া তাকে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দিল। পরের দিন তিনি ইনতিকাল করেন।

খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের মন্ত্রী আল-ফাতাহ বিন খাকান রহ. যখন নামাজে বের হতেন বা কোনো প্রয়োজনে বাইরে যেতেন, তখন তিনি হাতে করে কিতাবের কিছু পৃষ্ঠা নিয়ে বের হতেন। সেগুলো রাস্তায় পড়তে পড়তে তার গন্তব্যস্থানে যেতেন।

শাইখ বিন বাজ রহ. 'আলফিয়াতুল ইরাকি' নামক গ্রন্থ মুখস্থ করেছেন প্রতিদিন অজু করতে করতে। প্রতিদিন একটি কি দুটি করে পঙ্ক্তি পড়তে পড়তে তিনি পুরোটাই মুখস্থ করে ফেলেছেন।

বরকতময় সেই সত্তা, যিনি আমাদের হিম্মত বা উচ্চ মনোবল দিতে সক্ষম; যদিও আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য সে পর্যন্ত উপনীত হতে সক্ষমও না হয়।

ইলম অর্জনে পারস্পরিক সহায়তা

বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা নিন। অবসর সময়ে বন্ধুর সাথে গল্প না করে তার কাছ থেকে দ্বীনি বিষয়ে সাহায্য নিন। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা এমন বন্ধু থেকে সাহায্য নিন। মাঝে মাঝে তো আপনার মধ্যে অলসতা, বিষণ্নতা, হীনম্মন্যতা ইত্যাদি মহামারি এসে বাসা বাঁধে। তখন আপনার এমন কারও প্রয়োজন হবে, যে আপনাকে নতুন করে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে নব উদ্যমতা উপহার দেবে। এমন পারস্পরিক সহায়তা বরকতের কাজ।

জিবরিল আ. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কুরআন পঠন-পাঠনে থাকতেন। ইনি পড়তেন, আর উনি শুনতেন। ইনি শুনতেন, আর উনি পড়তেন। এভাবে পালাক্রমে তাঁরা পড়তে থাকতেন। একইভাবে ব্যক্তিগত হালাকা ও স্বল্প পরিসরে হওয়া দরস পরিক্রমাকে কাজে লাগাতে হবে। বর্তমানে শহরে এমন অনেকেই রয়েছে। যদি এগুলো থেকে আমরা এ ন্যূনতম সুফল না পেতে পারি, তবে এগুলো আর কী সুফল বয়ে আনবে?

'ফলপ্রসূ ও ধারাবাহিক পঠন চাই, যদিও তা দৈনিক এক পৃষ্ঠাই হোক না কেন।'

খতিব আল-বাগদাদি রহ. আবু আব্দুর রহমান নিশাপুরি রহ.-এর কাছে মাত্র তিন দরসে সহিহ বুখারি পরিপূর্ণ

পড়েছেন। (অবশ্যই এটা তাদের কারামত।) তিন দরসের মধ্যে দুটি দরস হয়েছে দু'রাতে। মাগরিবের সময় পড়া শুরু হতো, ফজরের সময় পড়া শেষ হতো। আর তৃতীয়টি হয়েছে পূর্বাহ্ন থেকে মাগরিব পর্যন্ত। অতঃপর মাগরিব থেকে ফজর পর্যন্ত। তারপর কিতাব পড়া শেষ হয়েছে।

এটা সবার জন্য সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখে এমন ব্যক্তিদের পূর্বসূরিদের মতো মর্যাদা দান করেন; তাই তাদের দ্বারা এটা সম্ভব।

ইমাম সাখাবি রহ. বলেন, 'তার শাইখ ইবনে হাজার রহ. চার দরসে সহিহ মুসলিম পড়ে শেষ করেছেন। প্রায় দুদিন আর অল্প কিছু সময় লেগেছিল।'

এগুলোকে আমরা বলে থাকি, নিবিড় হালাকা বা বিশেষ পরিক্রমায় পড়া। আজ আমাদের এ পরিক্রমায় অংশগ্রহণ কোথায়?

শাইখ আল-ইজ বিন আব্দুস সালাম রহ. বুধবার দিন মসজিদে গমন করলেন। তার সাথে ছিল ইমামুল হারামাইন রহ. রচিত 'নিহায়াতুল মাতলাব' কিতাবটি। তিনি মসজিদে বুধবার, বৃহস্পতিবার ও জুমআ-বার জুমআর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত থাকলেন। মাত্র তিন দিনে তিনি শাফিয়ি মাজহাবের ওপর লিখিত প্রায় ২১ খণ্ডের এ বিশাল ফিকহি কিতাবটি পড়ে শেষ করলেন।

ইবনে রজব রহ. তার 'জাইলুত তাবাকাত'-এ আল্লামা আবুল বাকা আল-উকবারি রহ.-এর জীবনীতে লেখেন, 'তিনি ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসতেন। রাতদিন ইলম নিয়েই পড়ে থাকতেন। তার এমন একটি ঘণ্টা অতিবাহিত হতো না, যাতে কেউ না কেউ তার নিকট পড়তেন না। এমনকি তার স্ত্রী রাত্রে তার কাছে বসে আদবের কিতাব পড়ে শুনাতেন।'

আমাদের প্রসিদ্ধ মাশায়িখের এমন অনেকেই আছেন, যারা হাঁটাচলার সময় তাদের হাতে কোনো না কোনো বই থাকত বা বইয়ের কোনো একটি অংশ থাকত। যা তিনি অধ্যয়ন করতে করতে সামনে চলতেন। ইবনে আবি হাতিম আর-রাজি রহ. তার পিতা সম্পর্কে বর্ণনা করেন, 'অনেক সময় খেতে বসলেও আমি তাকে (কিতাব) পড়ে শুনাতাম। তিনি রাস্তায় চলতেন, আমি তাকে (কিতাব) পড়ে শুনাতাম। আবার তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে শৌচাগারে গেলেও আমি তাকে (কিতাব) পড়ে শুনাতাম। আবার কোনো কাজে ঘরে ঢুকলেও আমি তাকে পড়ে শুনাতাম।'[২৮]

শাইখুল ইসলাম রহ.-এর দাদা যখন গোসলখানায় যেতেন, তখন পর্দার আড়াল থেকে তাকে (কিতাব) পড়ে শোনানো হতো।

---

২৮. তাহজিবুল কামাল : ২৪/৩৮৭

শাইখ আলি তানতাবি রহ. বলেন, 'ছোটবেলায় আমি যেমন ছিলাম, এখনো একই অবস্থায় আছি। ছোটবেলায় আমি দিনের অধিকাংশ সময় ঘরে পড়াশুনায় অতিবাহিত করতাম। এমনও দিন যেত আমার, যেদিন আমি ৩০০ পৃষ্ঠার মতো অধ্যয়ন করেছিলাম। ১৩৪০ হিজরি থেকে ১৪০২ (যখন তিনি এ কথা বলছেন সে বছরটা) হিজরির আজকের এই দিন পর্যন্ত আমার দৈনিক পড়ার গড় হচ্ছে প্রতিদিন ১০০ পৃষ্ঠা।'

কতক মানুষকে আল্লাহ তাআলা ইলম অর্জনের প্রতি আগ্রহের পাশাপাশি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা দান করেন। কেউ বিচারক বোর্ডের সভাপতি; কেউ দাতব্য প্রতিষ্ঠান, দরিদ্র তহবিলের প্রধান; কেউ বিভিন্ন শরয়ি মহাবিদ্যালয়ের উচ্চ পর্ষদের প্রধান; কেউ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ও উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠ দান করে থাকেন; অনেকে জুমআর খুতবা প্রদান করেন; কেউ বিভিন্ন সভা-মজলিসে বক্তব্য রাখেন; অনেকে বিভিন্ন চ্যানেলে বা রেডিওতে আলোচনা করেন; আবার কেউ কেউ দৈনিক পত্রিকায় কলাম লেখেন। এ ধরনের মানুষগুলো প্রতিদিন দু'শ থেকে তিনশ পৃষ্ঠা এমনিই পড়ে থাকেন। আমি যেদিন থেকে পড়তে শিখেছি, সেদিন থেকে আমিও এরকমই পড়ে চলেছি।

যদি আমরা বই পড়াকে অন্তত টেলিভিশন ও বিভিন্ন চ্যানেল দেখার মতো পছন্দ করতাম, তাহলে আমরাও অনেক পড়তে পারতাম, অনেক কিছু করতে পারতাম।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ

'আল্লাহ তাআলার কাছে সেই আমলই অধিক প্রিয়, যা নিয়মিত করা হয়; যদিও তা কম হয়।'[২৯]

কেননা, ছোট্ট একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে অনেক বিশাল আগুন তৈরি হয়। ফোঁটা ফোঁটা পানি থেকে স্রোত সৃষ্টি হয়। কবি বলেন :

اليوم شيء وغدا مثله

مِنْ نُخَبْ العلْم التي تُلْتَقَـطْ

يَحْصُلُ المرءُ بها حِكْمَة

وإنمَّا السَّيْلُ اجتمـاع النُّقَطْ

'চয়িত ইলমি ভান্ডার থেকে আজ কিছু,
কাল কিছু করে শিখতে থাকো।
এভাবে ব্যক্তি একদিন প্রজ্ঞা অর্জন করে,
বস্তুত, ফোঁটা ফোঁটা জল থেকেই স্রোত সৃষ্টি হয়।'

---

২৯. সহিহু মুসলিম : ৭৮৩

প্রতিদিন যদি আপনি অর্ধ পৃষ্ঠা করে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন, তাহলে একসময় আপনি পুরো কুরআনের হাফিজ হয়ে যাবেন; যদিও এতে কয়েক বছর লেগে যাবে। এভাবে যদি কেউ প্রতিদিন সামান্য সামান্য করে তাফসির গ্রন্থ পড়তে থাকে, তাহলে একদিন তার অনেক পড়া হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত তাফসির গ্রন্থ দ্বারা শুরু করা যায়। কিতাব রচনা ও লেখার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলিমগণ সংশোধন ও উৎকৃষ্টতার জন্য এ ধীর প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করতেন। আবু উবাইদা কাসিম বিন সালাম রহ. তার 'কিতাবুল আমওয়াল' নামক গ্রন্থ লিখেছেন প্রায় ৪০ বছর সময় নিয়ে। আপনি কী ভাবছেন? এ কিতাবটির কলেবর কতটুকু? এ কিতাবটি এক খণ্ডের সীমা পেরোয়নি। এ কিতাব লেখার স্মৃতিকথা আবু উবাইদা রহ. বর্ণনা করেন, 'আমি এ কিতাব রচনায় চল্লিশ বছর সময় লাগিয়ে দিই। আমি প্রায়শই মানুষের কথা থেকে উপকারী কথাগুলো কিতাবে লিখতাম। এতে আমি এত বেশি আনন্দিত হতাম যে, খুশিতে নির্ঘুম রাত কাটিয়ে দিতাম।' অর্থাৎ আনন্দের আতিশয্যে রাতে ঘুম আসত না তাঁর।

আল্লামা শাওকানি রহ.-এর লিখিত রচনার শিরোনাম সংখ্যা প্রায় ৩০০-র কাছাকাছি। সেগুলোর মধ্যে কিছু আছে বড় কিতাব আবার কিছু ছোট, আবার কিছু মধ্যম পর্যায়ের। তিনি তার প্রণীত গ্রন্থ 'আল-বদর আত-তালি'তে শাইখ আলি বিন ইবরাহিম বিন আমির রহ.-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে একটি মূলনীতি বর্ণনা

করেন, 'শাইখ আলি দরস দেওয়ার ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও অনেক বেশি রচনা করতে পারতেন। তার এ দরস প্রদান ও বিপুল রচনায় আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। এ সম্পর্কে একদিন জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, তিনি কোনো দিন লেখা ছাড়া থাকতেন না। (প্রতিদিন কমবেশি লেখা দরকার।) যখন কোনো দিন লেখার ক্ষেত্রে বাধা আসত, সেদিন তিনি স্বল্প হলেও লিখতেন; যদিও তা একটি ছত্র কি দুটি ছত্রই হোক না কেন। এরপর থেকে আমি তার এই পদ্ধতি অবলম্বন করলাম। এরপর দেখলাম এতে অনেক উপকার রয়েছে।'

দৈনিক কাজ

ইলম অর্জনের নিয়তে প্রতিদিন আপনার নির্ধারিত সময়টিতে নির্দিষ্ট একটি অংশ পড়ুন। উদাহরণত প্রতিদিন তাফসির পড়তে বসুন; যদিও তা একটি আয়াতের তাফসিরই হোক না কেন। এভাবে অচিরেই ছয় হাজার দু'শ ছত্রিশ দিন পর আপনার তাফসির পড়া সম্পন্ন হবে। এটা তো কাঁটায় কাঁটায় হিসাব। তবে কুরআনে তো ছোট ছোট আয়াতও রয়েছে। ফলে একদিনে এক আয়াতের চেয়ে বেশিও আপনার পড়া হয়ে যেতে পারে। আবার মানুষের সাহস ও আগ্রহও তো বাড়ে। এতে আপনি অনেক বেশি পড়ে ফেলতে পারবেন। দীর্ঘ সময় দিয়ে পড়তে পারবেন। মানুষ যেকোনো কাজ অল্প দিয়েই শুরু করে; কিন্তু তার শেষটা হয় বেশ বিশাল।

আবু হিলাল আল-আসকারি রহ. বলেন, 'এক শাইখ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, "একবার আমি নাবত নামক গ্রামে এক যুবককে দেখলাম। সে বেশ প্রাঞ্জলভাষী ও সুন্দর বয়ানে পারদর্শী; অথচ নাবত ছিল একটা অনারব গ্রাম, যেখানকার লোকজন অশুদ্ধভাষী। কিন্তু সে-ই এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। আমি তার কাছে তার এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও প্রাঞ্জলভাষী হওয়ার কারণ জানতে চাইলাম। সে উত্তর করল, "আমি প্রতিদিন জাহিজের কিতাব থেকে ৫০ পৃষ্ঠা পড়ার সংকল্প করেছিলাম। পড়ার সময় আমি জোরে জোরে পড়তাম। এভাবে অল্প সময় পরেই এখন আমাকে যেমন দেখছেন, এমন হয়ে গেলাম।"'

অর্থাৎ কারও অবস্থা এমনও হয় যে, সে পড়ে কিন্তু বুঝে না, সে কী পড়ছে। কিন্তু অধিক পড়তে পড়তে একসময় বুঝতে শুরু করে এবং এ ফাঁকে তার কোনো একটি যোগ্যতা অর্জিত হয়ে যায়।

পাঠ-ক্রমধারা ও পাঠপদ্ধতি

যেকোনো বিষয়ে যেমন ধারাবাহিকতার প্রয়োজন, তেমনই নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা বিন্যাসেরও প্রয়োজন রয়েছে।

শাইখ ইবনে উসাইমিন রহ. তাঁর আলোচনায় ছাত্রদের প্রতি কিছু নসিহতমূলক কথা বলেছেন। এখানে তা উল্লেখ করছি :

১. আল্লাহর কালাম হিফজ করার সংকল্প করুন। এবং প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট অংশ বুঝেশুনে ও মনোযোগের সাথে মুখস্থ করুন। পড়ার সময় যখন কিছু বিশেষ উপলব্ধি হবে; তবে তা সংরক্ষণ করুন।

২. সাধ্যমতো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিস মুখস্থ করার সিদ্ধান্ত নিন। 'উমদাতুল আহকাম' দিয়ে মুখস্থ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন।

৩. ইলম অর্জনের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হোন এবং এমন অবিচলতা অবলম্বন করুন যে, আপনি ছেঁড়া খণ্ড খণ্ড ইলম অর্জন করবেন না। এখান থেকে একটু, ওখান থেকে একটু; এমন না করা। কারণ, এতে আপনার সময় নষ্ট হবে। মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত হবে।

৪. সব সময় ছোট কিতাব দিয়ে শুরু করবেন এবং তা ভালোভাবে মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করবেন। অতঃপর তার চেয়ে আরেকটু উঁচু স্তরের কিতাব পড়বেন। এভাবে একটু একটু করে অগ্রসর হবেন এবং ইলম অর্জন করবেন।

আজকাল পশ্চিমে পকেট আকারের অনেক বই বেরিয়েছে। কিন্তু সমস্যার কথা হলো, কিছু যুবককে আপনি ড্যান ব্রাউনের বই পড়তে দেখবেন! আবার তাদের কেউ কেউ চারশ পৃষ্ঠার উপন্যাস হ্যারি পটার পড়ে!

কতক লোক এগুলো পড়ে থাকে। কিন্তু তারা এসব কী পড়ে? এ পড়াতে বিস্তর সমস্যা রয়েছে। ময়লা বস্তু

রিসাইকল করলে তা দ্বারা কিছু উপকার নেওয়া যায়। কিন্তু কাফিরদের ময়লা-উৎসারক এ সকল মস্তিষ্ক থেকে কেবল তিক্ততা-ই উদগিরণ হয়।

৫. মাসআলা-মাসায়িলের উসুল ও কাওয়ায়িদ-সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করার প্রতি আগ্রহী হোন। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ সকল উসুল ও কাওয়ায়িদ নিজের মাঝে সংরক্ষণ করুন যে, 'যে উসুল থেকে বঞ্চিত হলো, সে গন্তব্যে পৌঁছা থেকে বঞ্চিত হলো।'

৬. শাইখের সাথে অথবা তালিবে ইলম ও দ্বীনদার কোনো সহপাঠীর সাথে মাসআলাগুলো আলোচনা করুন। যখন আপনি কোনো বিষয়ে কোনো মাসআলার জ্ঞান অর্জন করলেন, তখন শাইখ আপনাকে বলবেন, ধরো, কেউ একজন তোমার সাথে এ বিষয়ে বিতর্ক করছে, তাহলে তুমি তার জবাব দেবে কীভাবে?

ইতস্ততার সমস্যার কথা বলি, জনৈক ছাত্র তার শাইখকে বলল, 'শাইখ আমি 'মুনতাকা' মুখস্থ করব নাকি বুলুগ মুখস্থ করব?' পাঁচ বছর পর সে একই প্রশ্ন আবার করল। আফসোসের বিষয় এ দীর্ঘ সময়ে সে না 'মুনতাকা' মুখস্থ করল আর না বুলুগ মুখস্থ করল। কবি বলেন :

إذا كنتَ ذا رأي فكن ذا عزيمةٍ

فإن فساد الرأي أن تتردد

وما العجز إلا أن تشاور عاجزاً

وما الحزم إلا أن تهم فتعملا

'যদি তুমি সিদ্ধান্ত নিতে চাও, তাহলে
দৃঢ়সংকল্পী হও।

কেননা, ইতস্ততার কারণেই ভুল
সিদ্ধান্ত আসে।

অক্ষমতা তো হলো কোনো অক্ষম
লোকের কাছে পরামর্শ চাওয়া,

আর সংকল্প হলো সাহস করে কাজে
নেমে যাওয়া।'

এ পাঠপদ্ধতি আপনাকে উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে। মনে রাখবেন, এ গন্তব্যে পৌঁছতে নসিহতের প্রয়োজন। অন্যদের অভিজ্ঞতা জানার প্রয়োজন। প্রয়োজন তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া ও জিজ্ঞেস করা।

এমনিভাবে আপনি সর্বদা আপনার শাইখের সাহচর্যে থাকবেন। শাইখের সাথে থাকার উপকারিতা হলো, শাইখ আপনাকে উপকারী পাঠপন্থা বলে দেবেন, আপনাকে কিছু দেবেন এবং আপনি তার থেকে অনেক কিছু নিতে পারবেন। এ শাইখের নিকট থেকে উপকার গ্রহণ শেষে

তাঁর পরের জনের কাছে আসবেন। এভাবে...

বর্তমানে তো ইন্টারনেটে অনেক ইলমি মজলিস হচ্ছে। তাই কারও বলার সুযোগ নেই যে, আমার আশপাশে কোনো শাইখ দরস দেন না বা এমন কোনো মসজিদ নেই, যেখানে কোনো ইলমি হালাকা হয়। অনেক মানুষ আছে পাশে কোনো হালাকা না থাকলে দূরের হালাকাতে এসে যোগ দেন; কিন্তু কিছু মানুষ অলসতা করে অজুহাত নিয়ে বসে থাকে। আজ সবকিছু হাতের মুঠোয়, কয়েকটি বাটনে চলে এসেছে। কেউ কোনো ইলমি কোর্স খোলার জন্য বা পড়ার জন্য বা শাইখকে প্রশ্ন করা কিংবা শাইখের বক্তব্য শোনার জন্য নির্দিষ্ট একটি বাটনে চাপ দিলেই হলো; কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি সে পেয়ে যাবে। ইলম সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। বণ্টিত হয়ে গেছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল কোথায়? মানুষ কেন উপকৃত হচ্ছে না?

আধুনিক টেকনোলজির সুবিধা গ্রহণ করে স্যাটেলাইট চ্যানেলে ইলমি অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা হয় আজকাল। এভাবে মোবাইলেও অনেক ইলমি বিষয় পাওয়া যায়। এগুলো থেকে উপকার নেওয়া যেতে পারে। এগুলোর কিছু কিছু এ যুগের মানুষের মনের চাহিদামাফিক হয়েছে। যদি তার টেলিভিশন দেখতে মন চায়, তবে তারা টেলিভিশনে ইলমি দরস পাবে। যদি তাদের মন চায় মোবাইলে একটু ঢুঁ মারি। তবে মোবাইলেও আমরা এমন অনেক ইলমি বিষয় পাব। কিন্তু আমাদের নফসে আম্মারা ও শয়তানি কুপ্রবৃত্তি

থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এটা প্রাধান্য বিস্তারকারী প্রবৃত্তি। এগুলোকে প্রতিরোধ করতে হবে।

আমাদের কাছে তো এখন অনেক সরঞ্জাম ও বই-পত্র আছে, আছে অনেক ধরনের মাধ্যম।

আমরা উপকার হাসিল করে একে অপরকে তা উপহারস্বরূপ দিতে পারি শেয়ার করে। কেউ যদি কোনো কিছু পড়ে গুরুত্বপূর্ণ বা উপকারী কিছু পায়, তবে সে তার বন্ধুদের মধ্যে যাদের ইমেইল আছে, তাদের ইমেইল তালিকাতে এ গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী অংশটি প্রেরণ করতে পারে। তাদের নিকট জোকস, ক্যারিক্যাচার না পাঠিয়ে ইলমিবিষয়ক উপকারী অংশগুলো প্রেরণ করতে হবে। মাঝে মাঝে কিছু মানুষ তো অশ্লীল কথা, খারাপ ভিডিও-ও প্রেরণ করে! এসব থেকে বেঁচে থেকে ভালো লেখা বা ভিডিও শেয়ার করতে হবে।

আমরা এসব টেকনোলজির মাধ্যমে অনেক উপকারী বিষয় পেশ করতে পারি। হাদিস, ফিকহ, তাফসির, আকিদা ইত্যাদির দরসের অনেক প্রোগাম আছে। আমরা সেগুলো প্রচার করতে পারি। আপনি আজকের সর্বশেষ গবেষণা সম্পর্কে জানুন এ প্রযুক্তির মাধ্যমে, জানুন বিভিন্ন ফতওয়া ও প্রশ্নোত্তর—ওয়েবসাইটে থাকা পুস্তিকাগুলোর সর্বশেষ আপডেট।

অনেক জিনিস এমন আছে, যা মোবাইলে ধারণ করা যায়। ওয়েবসাইটগুলোতে বড় বড় শাইখদের বিভিন্ন ফতওয়া

সংক্ষেপে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেওয়া থাকে। সেগুলো পড়ে নেওয়া যায়। কিন্তু হায়, আজ কোথায় পাঠকেরা? কোথায় এগুলো থেকে উপকার গ্রহণকারীগণ? সেই লোক তো নেই!

আজ বাচ্চাদের কার্টুন ও বিভিন্ন বিনোদনের ফিল্ম দেখানো মানুষের তো কোনো অভাব নেই। আমরা কি এ সকল কার্টুন দেখে দেখে অভ্যস্ত হবো? ভোগ-বিলাসিতা, আমোদ-প্রমোদে ডুবে যাব!

শেষ-বিশ্ব আর কতটুকু দূর? কিয়ামতের দিন আর কতটুকু দূর?

হে ভাই-বন্ধুগণ,

আমাদের এখন প্রয়োজন হলো, আমরা যেন শরয়ি ইলমের প্রসার করার জন্য ওয়েবসাইট ও চ্যানেল তৈরিতে আমাদের ধন-সম্পদ ও প্রচেষ্টা ব্যয় করি; যেন সকলের কাছে ইলম সহজে পৌঁছে যায়। উপস্থাপনা যেন আকর্ষণীয় হয়। এ সকল ওয়েবসাইট ও চ্যানেলে সকলের পছন্দমাফিক পদ্ধতিতে ইলম উপস্থাপন করা হবে। এ সকল শরয়ি ইলমি প্রোডাকশন বিশ্ব মার্কেটে প্রসার পাবে, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। যেখানে সবকিছু পাওয়া যাবে, যেখানে ইলমি সকল বিষয় সারিবদ্ধভাবে, ধারাবাহিকভাবে, বিষয়ভিত্তিক ও সূচিপত্রসহকারে সাজানো থাকবে। ছোট-বড়, শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতি, সকলের জন্য উপযোগী

হবে। এমনটা অবশ্যই করা দরকার। এখানে সবকিছু এমন সহজভাবে দেওয়া থাকবে, যা স্বাভাবিক একজন যুবক বুঝতে পারবে। সেখানে প্রশ্নোত্তর, ঘটনা, তথ্য, মূলনীতি, গল্প, কবিতা ইত্যাদি বিভিন্ন আকারে সাজানো থাকবে সবকিছু।... আর আপনি এগুলো প্রচার করবেন।

এই জিনিসগুলো প্রচার করতে থাকুন। বড় বড় আলিমদের তত্ত্বাবধানে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ওয়েবসাইট থাকতে হবে। যেখানে বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন পেশার ছাত্রদের উপযোগী করে দরস উপস্থাপন করা হবে। তাহলে রাতে, দিনে, সকালে, বিকেলে, দুপুরে যে যখন সময় পায়; সে তখন প্রবেশ করতে পারবে এবং তাফসির, হিফজ, ব্যাখ্যাগ্রন্থ, মুতালাআ, প্রশ্নপর্ব ইত্যাদি যার যা প্রয়োজন—সে তা গ্রহণ করতে পারবে। কেউ দেখা গেল রাতে সময় পাবে, কারও সময়-সুযোগ হবে দিনের মধ্য সময়ে, কেউ অবকাশ পাবে রাত-দিনের মাঝখানে যেকোনো সময়ে; কারও কিছু হিফজ করার প্রয়োজন, ব্যাখ্যা দেখার প্রয়োজন, প্রয়োজন কোনো কিছু নিরীক্ষণের বা কোনো প্রশ্নের উত্তর খোঁজার; তাহলে এসব ওয়েবসাইট ও চ্যানেল তাদের জন্য সহায়ক হবে।

কিছু গ্রুপ থাকবে নেটের মাঝে। আমরা নেটের মাঝে অথবা অন্য কিছুতে এ সকল গ্রুপ পরিচালনা করার মাধ্যমে ইলম অন্বেষণে সাহায্য করা ও এর ওপর উৎসাহিত করতে সক্ষম হবো।

বাকি থাকল শুদ্ধ মনোনিবেশ, সঠিক নিয়তের কথা। আমাদের নিয়ত পরিপূর্ণ সঠিক হতে হবে। মনোনিবেশে থাকতে হবে নির্ভেজাল, সম্পূর্ণ ইখলাস থাকতে হবে। এমন অনেক ছাত্র আছে যারা প্রতিযোগিতাকারী অন্য ছাত্রদের সাথে বসে না। তাদের তো সঙ্গী বা সাথি থাকেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কারও সাথে ইলমি পর্যালোচনা করে না। তার ভেতরে কোনো প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবই পরিলক্ষিত হয় না। কোনো কিছু অর্জন করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ একটি উপাদান হিসেবে কাজ করে। আর প্রতিযোগিতার এ বিষয়টি দূরবর্তী কোনো দেশের কোনো শহরের—আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ভাই এমন কারও সাথেও হতে পারে। কারণ, আপনি তার সাথে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন, অনলাইনে চ্যাটের মাধ্যমে সরাসরি বা পরবর্তী সময়ে উত্তরযোগ্য এমন কিছুর মাধ্যমে যোগাযোগ রাখলেন। যদিও আপনি আপনার সমসাময়িক নাও পেতে পারেন। কিন্তু এমন না ভাবলেও চলবে। আল্লাহর প্রশংসা, আল্লাহর রহমতে এমন সমসাময়িক অনেক ভাইয়ের সাক্ষাৎ আপনি অনলাইনে পাবেন। তাদের সহযোগিতা নিতে পারেন, তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে ইলম শেখার কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।

না-জায়িজ বা হারাম কাজের ব্যস্ততাগুলো অবশ্যই আমাদের বাদ দিতে হবে। বাদ দিতে হবে সম্পূর্ণরূপে।

সাথে সাথে যতটুকু পারা যায়, বৈধ ব্যস্ততাগুলোকেও আমরা কমিয়ে আনব, ইনশাআল্লাহ। এসবের পরিবর্তে আমরা পুণ্যময় কাজে লিপ্ত হবো। লিপ্ত হবো ইলম অন্বেষণে।

إذا كنت تجري وراء الكرة
وتجذبك الشاشة المبهرة
ويلهيك ناد وألف صديق
تباروا على النت في الثرثرة
فأخذك للعلم قل لي متى؟
وقل لي متى حصة الآخرة؟

'যখন তুমি বলের পেছনে ছুটবে,

যখন চোখ ঝলসানো রূপালি পর্দা
তোমায় বিভোর করে রাখবে।

ক্লাব ও হাজার বন্ধুর আড্ডা
তোমায় উদাসীন করে রাখবে,

যারা ইন্টারনেটে পরস্পর
গল্প-গুজবে মেতে উঠবে,

এবার বলো কবে ইলম শিখবে?

আখিরাতের সামানাই-বা কবে গোছাবে?'

হে আল্লাহ, আমাদের দ্বীনের বুঝ দান করুন। আমাদেরকে রাসুলদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ করার তাওফিক দিন। আমাদের এমন জ্ঞান শিক্ষা দিন, যা আমাদের জন্য উপকারী হবে। আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন, তা দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন এবং আমাদের জ্ঞান আরও বাড়িয়ে দিন। হে জগতসমূহের প্রতিপালক, শুরু থেকে শেষ সমস্ত প্রশংসা তো আপনারই।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার নিকট এই প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন, আমাদের সীমালঙ্ঘন ও পাপগুলো মোচন করে দেন এবং আমাদের তাওবা কবুল করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, আমাদের অতি নিকটবর্তী। আর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর।

সম্পাদকের কথা...

দ্বীনি ইলম অর্জন থেকে একেবারে বিমুখ থাকা দ্বীন থেকে বিমুখ থাকারই নামান্তর। কেননা, দ্বীনি ইলম অর্জন ছাড়া পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের ওপর চলা সম্ভব নয়। একজন মুসলিম যদি ইমান ও কুফরের পার্থক্য সম্পর্কেই না জানে, তাহলে কীভাবে সে খাঁটি ইমানের ওপর অটল থাকবে? সে যদি হালাল-হারামের ব্যবধান সম্পর্কেই স্পষ্ট ধারণা না রাখে, তবে কীভাবে সে হারাম পরিহার করে চলবে? সুতরাং বয়স যতই হোক, যত ব্যস্ততাই থাকুক, নারী-পুরুষ সকল মুসলিমের ওপর ইলম অন্বেষণ করা ফরজ। হ্যাঁ, ব্যস্ততার কারণে একেক জন একেক সময়ে ইলম শিখতে পারে, এর জন্য নিজেদের উপযোগী সহজ কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। বক্ষ্যমাণ বইটি অধ্যয়নে পাঠক ব্যস্ততার এ যুগে ইলম শেখার বেশকিছু উপায় সম্পর্কে জানতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ইলম অন্বেষণে সময় ব্যয় করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

- মুফতি তারেকুজ্জামান

অনেকের ধারণা এমন—দ্বীনি ইলম তো সেই ছোট বয়সে শিখতে হয় মক্তব কিংবা মাদরাসায়। আমরা তো এখন কর্মজীবী মানুষ, কত কাজে আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয়! এ ছাড়া বয়সও আমাদের এমন যে, এখন তো আর ইলম অন্বেষণের সময় নয়! এমন চিন্তাভাবনার কারণেই অনেক কর্মজীবী বা যুবক-বৃদ্ধরা দ্বীনি জ্ঞানার্জন থেকে বিমুখ থাকে। ছোটবেলা ইলম অর্জনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়, তা সত্য; তবে এর অর্থ এটা নয় যে, বাকি জীবন ইলম অর্জন থেকে দূরে থাকতে হবে। একজন মুসলিম যেকোনো বয়সে শত ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও ইলম শিখতে পারে। ব্যস্ততার এ যুগে ইলম অন্বেষণের উপায় ও পথ-পন্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উঠে এসেছে ছোট্ট এ বইটিতে।

www.facebook.com/ruhamapublicationBD